04
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>184 >>02 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৮৪ >><< ০২ রা, বৈশাখ ১৪৩০>>

লড়াই তৃণমূলের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে! ঃ অমিত শাহ

কলকাতা ঃ শুক্রবার সিউড়িতে সভা। তারপর শুক্রবার রাতে একটি বৈঠ। এরপর শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে দিল্লি ফিরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন দলের এক সিনিয়র নেতা জানিয়েছেন, অমিত শাহ ঐক্যবদ্ধভাবে তৃণমূলের দুর্নীতি এবং অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিজেপির ওই নেতা জানিয়েছেন, অমিত শাহ রাজ্য বিজেপিকে তাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতেও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে রাজ্য দলের নেতাদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার সাংগঠনিক বৈঠক করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিজেপি নেতা বলেছেন, অমিত শাহ দলকে তৃণমূল স্তরে শক্তিশালী করতে বলেছেন। শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। অমিত শাহ বলেছেন, যখন একটি বিরোধী দল থাকে, তখন তাদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পজতে হয়। সেইসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারলেই বিজয়ী হওয়া যায়, বলেছেন শাহ।

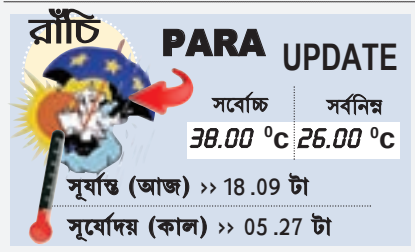

প্রসঙ্গত শুক্রবার সিউড়ির সভা থেকে অমিত শাহ, রাজ্য দলের নেতাদের সামনে ৪২ টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৫ টি জয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দলকে নিশ্চিত করতে হবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মোট ৪২ টি আসনের মধ্যে অন্তত ৩৫ আসন জেতার মতো জায়গায় যেতে হবে। সেদিকেই লক্ষ্য করে এগনোর নির্দেশে দিয়েছেন তিনি। মোদী পদবি বিতর্কে দমে যাচ্ছেন না! সেই কোলার থেকে কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন রাহুলমোদী পদবি বিতর্কে দমে যাচ্ছেন না! সেই কোলার থেকে কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন রাহুল একই সঙ্গে অমিত শাহ বলেছিলেন, বিজেপি যদি লোকসভা নির্বাচনে ৩৫ আসন পায়, তাহলে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পতন হবে ২০২৫ সালের মধ্যেই। যা নিয়ে অবশ্য তৃণমূল কটাক্ষ করে বলেছে, সরকার ফেলার ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে গেরুয়া শিবির। অমিত শাহ দলের নেতাদের তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি তৃণমূলের দুর্নীতি সাধারণ মানুষের সামনে আরও বেশি করে নিয়ে যেতেও নির্দেশ দিয়েছেন। অমিত শাহ দলের নেতাদের বলেছেন, সাধারণ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

বিশ্ব শিল্প দিবস উপলক্ষে মনিতা মাহাতো এক কিশোরের প্রতিকৃতি তৈরি করেছে

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ চান্ডিল ব্লকের ঘোড়ানেগির বাসিন্দা ছাত্রী মনিতা মাহাতো বিশ্ব শিল্প দিবস উপলক্ষ্যে তার শিল্প উপস্থাপন করার সময় একটি খুব সুন্দর কিশোরীর প্রতিকৃতি এঁকেছে। মনিতা এই ছবির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছে, গ্রামীণ অঞ্চলের কিশোরীর অবস্থা। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী কিশোরী মেয়েরা বেশিরভাগই টপস পরে না। ওরা বেশিরভাগ সময় টপলেস থাকেন, তাই এই ছবির মাধ্যমে তিনি তার হাত দিয়ে তার বুক (বয়ঃসন্ধিকাল) ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন। এটি তাদের বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়েদের আরও সম্মান দেয়। এছাড়াও, এই অঙ্গভঙ্গিটি দেখায় যে তিনি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। সমাজের মানুষকে বার্তা দিতে গিয়ে মনিতা বলেন, কোনো বস্তুকে ছবি আঁকা বা অনুলিপি করা নয়, প্রতি পদে পদে আবিষ্কৃত সৌন্দর্যকে ধারণ করা। মনিতা জামশেদপুরের করিম সিটি কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছে। ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি তার আগ্রহ।

হ্যারি মজলেন রসগোল্লায়! আইপিএল শতরান হাঁকিয়ে বাজবলকেই কৃতিত্ব ব্রুকের

কলকাতা ঃ আইপিএলে ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ম্যাচজেতানো শতরান হাঁকিয়েছেন হ্যারি ব্রুক। কেরিয়ারের চতুর্থ আইপিএল ম্যাচেই যার জন্য পেলেন ম্যাচের সেরার স্বীকৃতি। পেসারদের বিরুদ্ধে দাপুটে ব্যাটিং করলেন। তবে স্পিন আক্রমণ সামলাতে আরও উন্নতি দরকার। ব্রুক গতকাল কেকেআরের বিরুদ্ধে ৫৫ বলে ১০০ রান করে অপরাজিত থাকেন। স্ট্রাইক রেট ১৮১.৮১। ১২টি চার ও তিনটি ছয় মেরেছেন। যেভাবে ক্রিকেটীয় শট খেলে নাইট বোলারদের শাসন করলেন তার প্রশংসা করেছেন খোদ সুনীল গাভাসকর। টেস্ট ও একদিনের আন্তর্জাতিকে ব্রুক নিজের দক্ষতার প্রমাণ আগেই রেখেছেন। টি ২০ কেরিয়ারে এদিন দ্বিতীয় শতরানটি পেলেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রথম ব্যাটার হিসেবে অ্যাওয়ে ম্যাচে শতরান পেলেন তিনি। ম্যাচের শেষে তিনি বলেন, এই রাতটা স্পেশ্যাল। কিছুটা টেনশনে ছিলাম। তবে জিততে পেরে ভালো লাগছে। এই ইনিংসটিকে নিজের সেরা পারফরম্যান্সের তালিকাতেও রাখছেন। তিনটি পজিশনে সানরাইজার্সের হয়ে ব্যাট করেছেন। মিডল অর্ডারে নেমেছেন রাজস্থান রয়্যালস ও লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে। আউট হন যথাক্রমে ১৩ ও ৩ রানে। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে অরেঞ্জ আর্মির ১৩.২৫ কোটি টাকার ব্রুক করেন ১৩। যদিও ইডেনে ওপেন করতে নেমেই দুরন্ত শতরান।

বাজার দর

SENSEX : 60431.00 +35.23
NIFTY : 17828.00 +15.60

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .09 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .27 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

তৃণমূল নেতাদের জন্য আরও জেলখানা তৈরির দরকার ঃ অধীর

কলকাতা ঃ তৃণমূল নেতাদের জন্য আরও জেলখানা তৈরির প্রয়োজন বলে দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে চোরেরা ধরা পড়তে শুরু করেছে। কলকাতা, হুগলির পর মুর্শিদাবাদে হানা দিয়ে তৃণমূলের ঘরে বড়ো চোর ধরা পড়েছে। তাই জেলায় জেলায় আরও তল্লাশি দরকার বলে মনে করেন তিনি। অধীর চৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের যদি জেলায় জেলায় তৃণমূলের চোরদেরকে খোঁজ করা হয়, তবে ঠাগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় চুরি হয়েছে। হুগলি, কলকাতা পাওয়া গেছে। এখন মুর্শিদাবাদ জেলাতেও পাওয়া গেল। চুরি তো সর্বত্র হয়েছে। তাই কয়েকটি জেলখানা তৈরি করা দরকার। অধীরের কথায়, অদূর ভবিষ্যতে তৃণমূলের সব নেতা জেলে যাবে। দিদির আর কিছু করার নেই। চুরিটা সর্বত্র হয়েছে, তা প্রমাণিত। চুরিটা ব্যাপকভাবে হয়েছে, তা প্রমাণিত। চুরিটা তৃণমূলের লোকেরা করেছে, তাও প্রমাণিত। শনিবার বহরমপুরে এই মন্তব্য করেছেন অধীর চৌধুরী। অধীর চৌধুরী বলেন, সিবিআইয়ের ভয়ে একজন বিধায়ক মোবাইল ছুড়ে জলে ফেলে দিয়েছে। তাহলেই ভাবুন, চুরিটা কোন মাত্রার। বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা প্রমাণ লোপাট করতে জলে ফেলে দেন মোবাইল। এবার সিবিআই ঠিক করুক কী করবে। তবে চুরি যে মারাত্মকভাবে হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুক্রবার থেকে রাতভর সিবিআই হানা হয়েছে বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে। শনিবারও সিবিআই তল্লাশি চলছে। সেই প্রসঙ্গেই এদিন মুখ কোলেন মুর্শিদাবাদের রবীন হুড প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। শনিবার বহরমপুরে তিনি বাংলার মানুষকে তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় মানুষ দেখুন তৃণমূলের কীর্তি, দেখুন বাংলার মানুষ। বাংলার মানুষের আশীর্বাদ ও দোয়া নিয়ে যাঁরা জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, তাদের যদি এই হাল হয়, তাহলে এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। কাদেরকে মানুষ জনপ্রতিনিধি করেছেন, একবার দেখুন। অধীর বলেন, অপরাধীরা যে কাজ করেন, সেই কাজ করছেন একজন জনপ্রতিনিধি। প্রমাণ লোপাট করতে মোবাইল জলে ছুড়ে ফেলছেন। এবার এদের বিদায় দেওয়ার সময় এসেছে। সবাই বিরাট টাকার মালিক, তাও এদের লুট করতে হবে, চুরি করে খেতে হবে অধীর বলেন, দিদির আমলে দিদির দলে লোকেদের চৌর্যবৃত্তি স্বভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছে। অভাবে নয় স্বভাবে এরা চোর্যবৃত্তি শুরু করেছে। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে টাকা লুঠপাট করা, অবৈধ পথে নিজের সম্পত্তি বাড়ানো, দুর্নীতির সঙ্গে সহবাস করা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন অধীর চৌধুরী

শিনজো আবের পর আরও এক জাপানের প্রধানমন্ত্রীর উপর প্রাণঘাতী হামলা, অল্পে রক্ষা

টোকিও (এজেন্সী) ঃ বক্তৃতার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ সভাস্থলে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। সঙ্গে সঙ্গে কিশিদাকে সরিয়ে আনা হয়েছে। সন্দেহভাজনকে হাতানাতে পাকড়াও করছেন নিরাপত্তারক্ষীরা। জাপানের ওয়াকায়ামা শহরে এই বিস্ফোরণ ঘটে। জাপানি মিডিয়া সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা নিরাপদে আছেন, তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীরা ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালাচ্ছেন। এই ঘটনার একটি ভিডিও টুইটারে শেয়ার করেছে এক সংবাদমাধ্যম। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওয়াকায়ামাতে প্রধানমন্ত্রীর সভায় জড়ো হওয়া লোকজন বিস্ফোরণের পর পালিয়ে যাচ্ছে। এই বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতি কী হয়েছে, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন নিরাপত্তরাক্ষীরা। ভিডিওটিতে ১৯ সেকেন্ডের ফুটেজে দেখা গিয়েছে, যে জায়গায় ভিড় করেছিলেন মানুষেরা, যেখান কিশিদা দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে ধোঁয়া ঢেকে যায়। জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলার সময় কিশিদাকে নিশানা করে পাইপ বোমা নিক্ষেপ করা হয়। শিনজো আবের পর আরও এক জাপানি প্রধানমন্ত্রীর উপর প্রাণঘাতী হামলা হল। শনিবার ওয়াকায়ামা শহরে জাপানি প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার বক্তৃতা চলাকালীন মঞ্চের অদূরেই বিস্ফেরণ ঘটল। এবার অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন কিশিদা। গতবার শেষ রক্ষা হয়নি জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের। এবার এটাই রক্ষা যে জাপানি প্রদানমন্ত্রী অক্ষত রয়েছেন। তবে জাপানের সংবাদমাধ্যমের সূত্রে যে খবর সামনে এসছে তা রীতিমতে কাঁটা জাগানোর মতো। নিরাপত্তারক্ষীরা তদন্তে নেমে জানতে পারেন, ভারী লোহার পাইপের মতো একটি বস্তুর ভিতরে বিস্ফোরক রাখা ছিল। সেই বিস্ফোরক ফেটেই বিপত্তি ঘটে। কারা সেই বিস্ফোরক রেখছিল, তদন্ত শুরু করেছে জাপানি নিরাপত্তা সংস্থা। একজন সন্দেহভাজনকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হয়েছে। বিস্ফোরণের পরেই সভাস্থলে শুরু হয়ে যায় আতঙ্কিত দর্শকরা। প্রসঙ্গত, জুলাই মাসে পশ্চিম জাপানের নারা শহরে একটি কর্মসূচিতে বক্তৃতা করার সময় জাপামনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন এক আততায়ী। গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে শিনজোকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তবে এবার সেইরকম হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেনি। শিনজো আবের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ফুমিও কিশিদার জীবন সুরক্ষিত রয়েছে। এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই ঘটনার পিছনে কারা রয়েছেন।

কোরোনা লাগামহীনভাবে বাড়ছে সক্রিয় কেসের সংখ্যা

ভারতে উর্ধ্বমুখী করোনা গ্রাফ, দৈনিক সংক্রমণ ১১ হাজার ছাড়াল, চিন্তা বাড়ছে দেশবাসীর

নয়া দিল্লি ঃ এপ্রিল মাস পড়তেই ফের মাথা চাড়া দিয়েছে করোনা ভাইরাস। হুহু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সেই সঙ্গে লাগামহীনভাবে বাড়ছে সক্রিয় কেসের সংখ্যা। দৈনিক সংক্রমণ দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন ভারতবাসী। একদিনে নতুন করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১১ হাজার ১০৯ জন। লাগামহীনভাবে বাড়ছে সক্রিয় কেসের সংখ্যা। সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯ হাজার ৬২২ জন। নতুন করে কত জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, সাত মাসের মধ্যে শুক্রবার সব থেকে বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সক্রিয় কেসের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯ হাজার ৬২২ জন। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দেখে উদ্বেগ বাড়ছে দেশবাসীর। বাড়ছে ইতিবাচকতার হারও উর্ধ্বমুখী হচ্ছে দৈনিক ইতিবাচকতার হারও। ৫.১ শতাংশ বেড়েছে। যেখানে সাপ্তাহিক ইতিবাচকতার হার ছিল ৪.২৯ শতাংশ। তবে করোনা গ্রাফ বাড়ার মাঝেও কিন্তু একটু স্বস্তি মিলছে আমজনতার, কারণ কোভিড থেকে সুস্থ হয়েছেন অনেক রোগীই। সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৮৩ জন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৪ জন। দিল্লি ও মুম্বইতে বাড়ছে করোনা গ্রাফ গত একদিনে নতুন করে ৪৭৬ জন করোনা টিকা নিয়েছেন। দেশব্যাপী মোট ২২০ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৫ হাজার ১২০ জনের করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। লাগামহীন হয়ে পড়ছে রাজধানী দিল্লি ও মুম্বইয়ে করোনা গ্রাফ। ভয় পাচ্ছেন সেখানকার বাসিন্দারা। তবে কী পুরানো পরিস্থিতিতে ফিরছে ভারত। মৃতের সংখ্যা কত বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে নতুন করে ২৭৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১,৫৯,৮১৯ জন। সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ হাজার ৭৫২ জন। বুধবারও কিন্তু করোনা গ্রাফ অনেকটাই উর্ধ্বমুখী ছিল, বাড়ছে সক্রিয় কেসের সংখ্যা। মাস্ক বাধ্যতামূলক রাজধানী দিল্লিতে হুহু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। দিল্লিতে বৃহস্পতিবার করোনার ইতিবাচকতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭.৭৭ শতাংশ। সেখানে একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৫২৭ জন। দিল্লির এইমস থেকে আজ হাসপাতাল কর্মীদের মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছে। তারা ফেস মাস্ক বা সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। সব জায়গার কর্মক্ষেত্র পরিস্কার পরিচ্ছন রাখতে হবে। সেই সঙ্গে ঘন ঘন স্যানিটাইজ করতে হবে।

জলঢাকা নদীর চর জুড়ে তরমুজ চাষ, ফলন ও চাহিদা কম থাকায় বিপাকে কৃষকরা

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের জলঢাকা নদীর চর জুড়ে তরমুজ চাষ, ফলন ও চাহিদা কম থাকায় বিপাকে কৃষকরা।প্রবাহমান চঞ্চল জলঢাকা নদী, এই নদীর মাঝে বিঘার পর বিঘা বালির চর তরমুজ চাষে বরাবরই বিখ্যাত।জলঢাকা নদীর ধূধূ বালু চরে সুস্বাদু রসালো তরমুজ চাষ করে থাকেন জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ক্ষয়েরবাড়ি চাষীরা।প্রতি বছর এখানকার তরমুজ পাড়ি দেয় দার্জিলিং ,নেপাল,আসাম সহ ভিন রাজ্যে। এবছর আবহাওয়ার তারতম্যে ফলন অনেকটাই কম। সেই সঙ্গে বাজারে তেমন চাহিদা ও দাম নেই। বর্তমানে কেজি প্রতি দাম ৫৮ টাকা। সরকারি বেসরকারি ভাবে ঋন নিয়ে তরমুজ চাষ করে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে কৃষকরা।দক্ষিণ খয়েরবাড়ির জলঢাকা নদীর চরে বহু বছর ধরে তরমুজ চাষ করে থাকেন নকুল মন্ডল,তপন সরকার, প্রদীপ সরকারদের মত অসংখ্য কৃষক।গত বছর বাজারে চাহিদা ও দাম দুইই ভালো থাকলেও ,এবছর ফলন অনেকটাই কম।তার সঙ্গে বাজারে চাহিদা না থাকায় দাম নেই তরমুজের।বর্তমান বাজার মূল্যে চাষের খরচ ওঠানো দায় হয়ে গেছে কৃষকদের। সাধারণত মরসুমের এই দিনগুলিতে তরমুজ পূর্ন রূপ এবং বাজারোপগী হয়ে থাকে। কিন্তু এই বছর এই এলাকার তরমুজ বাজারোপগী হতে আরো কিছু দিন সময় লাগছে। রমজান মাসে তরমুজের ভালো চাহিদা থাকবে আশা করেছিল কৃষকরা, কিন্তু ফলন ভালো না হওয়ায় চাহিদা তেমন নেই।তরমুজ চাষীদের দাবি, সম্প্রতি বৃষ্টির কারণে নদীর জল বেড়ে যাওয়া এবং ঠিকমতো রোদ না পাওয়াকেই দায়ী করেছেন। তরমুজ চাষী প্রদীপ সরকার জানান, প্রতিবছর ফলন ভালো হলেও এবছর ফলন অনেকটাই কম।১০০০ খাল (ডরি) নিয়ে চাষ করেছেন। চাহিদা কম থাকায় পাইকারদের ফোন করে তাদের দাম অনুযায়ী মাল দিতে হচ্ছে। এতেও সমস্যা গাড়ির। আলুর ফলনে স্টোরেজ সরবরাহ করতে গিয়ে গাড়ি মেলা ভার হয়ে পড়ছে।অপর এক চাষী নকুল মন্ডলেরও একই দাবি ঋণ নিয়ে তরমুজ চাষ করে বিপাকে কৃষকরা। সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে দক্ষিণ খয়ের বাড়ির তরমুজ চাষীরা।

বাইসনের আক্রমণে আহত ব্যাক্তি

জলপাইগুড়ি ঃ ফের লোকালয়ে চলে এলো বাইসন। বাইসনের হামলায় আহত হলো এক ব্যাক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাষা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পার্শ্ববর্তী মরাঘাট রেঞ্জের জঙ্গল থেকে একটি বাইসন প্রথমে পূর্ব খেরকাটা গ্রামে ঢুকে পরে এরপর ধন্দলাশিমলা দাস পাড়ায় ঢুকে পড়ে।বাইসনের হামলায় চৈতু রায় নামের এক ব্যাক্তি আহত হয়।বর্তমানে আহত ব্যাক্তি জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিন্নাগুরি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ড ও নাথুয়া রেঞ্জ এর বনকর্মীরা। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসে বানারহাট থানার পুলিশ। এই মুহূর্তে বাইসনটি একটি ঝোপের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। বাইসনটিকে ফের একবার জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করছেন বনকর্মীরা।

দুর্ঘটনার কবলে আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকির গাড়ি। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচলেন বিধায়ক

কলকাতা। সোমবার বেলাতে কলকাতা যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ভাঙ্গরের বিধায়ক ও আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে তাঁর গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। কোনা ট্রাফিক গার্ড সূত্রের খবর বিধায়কের গাড়িতে ধাক্কা মারে কন্টেনার ভর্তি একটি লরি।

ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর গরফা ক্রসিংয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনারে ধাক্কা দেয় বিধায়কের গাড়ি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর দিয়ে কলকাতার ডিকে যাচ্ছিল বিধায়ক নওশাদের গাড়ি। গাড়িতে সামনের সিটে বসে ছিলেন বিধায়ক। আচমকাই গরফা ক্রসিংয়ের কাছে নওশাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনারে ধাক্কা মারে। যার জেরে বিধায়কের গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। যদিও অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান আইএসএফ বিধায়ক।

কোনা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে সূত্রের খবর দুর্ঘটনায় বিধায়কের কোনো আঘাত লাগে নি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ওই গাড়ি ছেড়ে তিনি অন্য একটি গাড়ি করে তার গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেন। উপস্থিত কোনা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ অধিকারিকদের সাহায্যে একটি ব্রেক ডাউন ভ্যান তাঁর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যকে ঘেরাও করে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি ঃ তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্য কে ঘিরে বিক্ষোভে শামিল এলাকার বাসিন্দারা।প্রায় তিন ঘন্টা ধরে পথ অবরোধ জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ির রাস্তা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মন্ডল ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সদাগর পাড়া থেকে বাবুপাড়া পর্যন্ত বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সদাগরপাড়ায় পথ অবরোধ বাসিন্দাদের। প্লাগার্ড, ফেস্টুন হাতে নিয়ে স্লোগান শাউটিং এর মধ্য দিয়ে ভোট বয়কটের ডাক। খুব শীঘ্রই যদি এই রাস্তা সংস্কার না হয় তবে তারা পঞ্চায়েত ভোটে অংশগ্রহণ করবেন না বলে সাব জানিয়ে দিলেন অবরোধকারীরা। ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

আবারো ফুলবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে দুর্ঘটনার কবলে প্লাই বোঝাই লরি

শিলিগুড়ি ঃ দুর্ঘটনা যেনো কোনোমতেই পিছু ছাড়তেই চাইছেনা ফুলবাড়ি এলাকায়।রবিবার ভোররাতে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ীর আমাই দীঘি এলাকায় রাস্তার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলো একটি প্লাই বোঝাই লরি। এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা এবং ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ।

গজলডোবার খালের পাশে পরমুন্ডা নদীতে ডুবে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি থেকে গজলডোবা যাবার পথে ঝন্ডচ-চ্চন্ড সংলগ্ন পারমুন্ডা নদীতে স্নান করতে এসে তলিয়ে যায় এক যুবক ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল। রবিবার বন্ধুদের সাথে ওই এলাকায় স্নান করতে নেমেছিল বন্ধুদের সাথে। তারপরে ই প্রশাসনিক তরফ থেকে তল্লাশি চালানো হলে সোমবার ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের নাম ঋত্বিক রায় তার বাড়ি ডাব গ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কবর থেকে মৃতদেহের অঙ্গ চুরির অভিযোগ করলেন মৃত পরিবারের লোকের

শিলিগুড়ি ঃ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহাকুমার নকশালবাড়ি ব্লকের রথখোলা এলাকায়। জানা যায় বেশ কয়েক মাস আগে গোমা তামাং শারীরিক অসুস্থতার কারণে মারা যান এর পরে পরিবারের লোকেরা পাশের কবরস্থানে তাকে কফিনবন্দি অবস্থায় কবর দেওয়া হয়। আজ হঠাৎ কবর স্থানের পাশ দিয়ে বেশ কিছু স্থানীয় যাতায়াত করার সময় দেখতে পান যে কবরের মাটি ছড়িয়ে কবর খোঁড়া রয়েছে। এই খবর পরিবারের লোকেদের কাছে পৌঁছলে তারা ছুটে এসে দেখেন গোমা তামাংগের কবরের কে বা কারা ঘুরেছে এবং পরনে যে বস্ত্র ছিল সেই বস্ত্র, মাথার টুপি, কপিনের কাঠ ,সব বাইরে পড়ে রয়েছে। পরিবারের লোকেদের দাবি মৃতার দেহ থেকে কিছু অঙ্গ হয়তো কেউ বা কারা চুরি করে নিয়েছে। সমস্ত বিষয়টি নকশালবাড়ি থানায় জানানো হয়েছে এর পাশাপাশি মৃতা পরিবারের লোকেরা ম্যাজিস্ট্রেট ইনকুয়ারির দাবি রেখেছেন।

এবার বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামার ঘর থেকে তৃনমূলে যোগদান করবেপ্রকাশ চিক বড়াইক

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের বাবুরহাটে তৃনমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জীর সভার পরই পঞ্চায়েত নির্বাচন কে সামনে রেখে ময়দানে নামল তৃনমূল ও বিজেপি।ইতিমধ্যে কালচিনির চুয়াপাড়াতে তৃনমূল ছেড়ে ৩০০ পরিবার বিজেপিতে যোগদান করার পরই ময়দানে নেমেছে শাসক দল তৃনমূল কংগ্রেস।তৃনমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন,এবার বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামার ঘর থেকে তৃনমূলে যোগদান করবে।আগামীকাল একই জায়গায় তৃনমূলে যোগদান শিবির রয়েছে।তিনি বলেন,আগে রেজাল্ট দেখুন।যারা ২০২১ নির্বাচনে ছিল তারাই গেছে। মানুষ জবাব দেবে।সামনে পঞ্চায়েত নির্বাভন। অনেকে যাবেন,আসবেন।আমরা উন্নয়ন নিয়ে নামব।তিনি প্রশ্ন তোলেন আলিপুরদুয়ারের এম পি চার বছর হলো আলিপুরদুয়ারে একটা অফিস করতে পারেনি। আলিপুরদুয়ারে উনি একটা ড্রেন নির্মান করতে পেরেছেন? বেশ কয়েকটি নির্বাচনে শুনেছি।উনি কিছু করেছেন।তার সাফ কথা এবার বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামার ঘর থেকে তৃনমূলে জয়েন করছে। এছাড়া আগামী ১৬ তারিখ থেকে সাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নামবে তৃনমূল।যা অভিষেক নির্দেশ দিয়ে গেছেন।পাশাপাশি সাংসদ এর কাজ কর্ম নিয়েও তিনি সমালোচনা করেন।

রোগীর এক আত্মীয়র ব্যাগে ব্লেড মেরে নগদ টাকা সহ আধার কার্ড প্যান কার্ড নিয়ে পালালো চোরেরা

মালদা ঃডাক্তার দেখাতে এসে চোরের খপ্পরে রোগীর এক আত্মীয়। ব্যাগে বেলেট মেরে নগদ টাকা সহ আধার কার্ড প্যান কার্ড নিয়ে পালালো চোরেরা। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বর। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মালদা জেলা রতুয়া থানার বালুয়াঘাট এলাকার বাসিন্দা বিলকিস বিবি, তার মা নুরবানা বেওয়াকে নিয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আউটডোরে এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে। সেই সময় কে বা কারা তার প্লাস্টিকের ব্যাগে ব্লেড দিয়ে কেটে নগদ টাকা ও আধার কার্ড প্যান কার্ড নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই মহিলা ঔষধ কিনতে যাওয়ার সময় দেখতে যায় তাই তার ব্যাগে ব্লেড মারা। কটার পরে কান্নায় ভেঙে পড়েন মহিলা সহ তার মা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত পুলিশ আধিকারিকেরা। ওই মহিলা জানান কিভাবে তিনি বাড়ি পৌছাবেন গাড়ি ভাড়া দিয়ে বুঝতে পারছেন না। কারণ তাদের কাছে এখন বাড়ি যাওয়ার মতো কোনো পয়সাই নেই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

দুয়ারে সরকার প্রকল্পে মানুষের আবেদন পত্র পূরণ করে দিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

মালদা । তীব্র দাবদহের মধ্যেও দুয়ারে সরকারের তদারকিতে এসে সাধারণ মানুষের আবেদন পত্র পূরণ করে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সোমবার দুপুরে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন তারই বিধানসভা কেন্দ্রের বাঙ্গিটোলা এলাকায় দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজের খোঁজ খবর করতে যান। সেখানে বহু মানুষকে আবেদনপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এরপরই নিজেই ওই এলাকার একটি গাছের ছায়াতে টেবিল, চেয়ার নিয়ে বসে একে একে দুয়ারে সরকার প্রকল্পে আসা উপভোক্তাদের আবেদনপত্র পূরণ করতে থাকেন। চোখের সামনে মন্ত্রীকে এমন ভূমিকায় দেখতে পেয়ে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান উপস্থিত প্রশাসনের কর্তা থেকে সাধারণ মানুষ । সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দুয়ারে সরকার প্রকল্প শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত এটি চলবে। সোমবার ছিল দুয়ারের সরকার প্রকল্পের আবেদন পত্র সংশোধন ও জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাই এদিন বাঙ্গিটোলা সহ মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় এই কাজের তদারকি করেছি। খুব ভালো সাড়া মিলেছে। বহু মানুষ তীব্র দাবদহ উপেক্ষা করে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। অনেকেই দেখেছি হাতে আবেদন পত্র নিয়েও ঠিকঠাক ভাবে হয়তো পূরণ করতে পারেন নি। তাই আমি যতটা পেরেছি সেই আবেদন পত্রগুলি বাঙ্গিটোলা যেখানে দুয়ারের সরকারের ক্যাম্প হচ্ছে সেখানে বসেই পূরণ করে দিয়েছি।

বাইকের সঙ্গে মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত তিন

কোচবিহার ঃ বাইকের সঙ্গে মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত তিন বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার রথবাড়ি এলাকায়। মৃত ব্যক্তিদের নাম সুব্রত বর্মন(২৬), নিখিল বর্মন(২৭), আশুতোষ বর্মন(২৫)। তাদের প্রত্যেকেরই বাড়ি সিতাইয়ের ধুমের খাতায় এলাকায়।জানা যায় গতকাল রাত আনুমানিক ১১ টা নাগাদ বাইকে করে তিনজন যুবক দিনহাটা থেকে গোসানিমারির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি মারুতি ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই তিন বাইক আরোহীর। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা ওই তিনজনকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে।

বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পুস্তিকা প্রকাশ করলো বামফ্রন্ট

কোচবিহার ঃ বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পুস্তিকা প্রকাশ করলো বামফ্রন্ট। আজ সিপিআইএমের কোচবিহার জেলা দলীয় কার্যালয়ে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকায় মূলত বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন এর নেতৃত্বরা। অনন্ত মহারাজ, বংশী বদন বর্মনরা সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরছেন না। বিভিন্ন নির্বাচনের আগে তৃণমূল বিজেপি এদের ব্যবহার করে ভোট বাক্স ভরছে। কোচবিহাকে গ শ্রেণীর পৃথক রাজ্যের দাবি করা হচ্ছে।গ্রেটার কোচবিহারে দাবিদাররা কোচবিহার রাজ্যের ভারত ভূক্তি চুক্তির বিষয়গুলি সংবিধানের ৩৬২ নং ধারায় উল্লেখ করা আছে বলে প্রচার করছে অথচ তারা বলছে না ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২৬ তম সংবিধান সংশোধনী মাধ্যমে দেশীয় রাজাদের রাজন্য ভাতা সহ সুখ সুবিধা সম্বলিত সংবিধানের ৩৬২ নং ধারাটি বাতিল করা হয়েছে। বামেদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই পুস্তক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদকামী দের পরাস্ত করুন টিতে মূলত কোচবিহারে রাজা এবং ভারত সরকারের চুক্তি এবং এই চুক্তির পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই বিষয় উল্লেখ রয়েছে।বামেদের দাবি বর্তমান পরিস্থিতিতে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গে তৃণমূল এবং বিজেপি রাজবংশী ভোট নিজেদের দখলে রাখার জন্য দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের যেমন ব্যবহার করছে পাশাপাশি রাজবংশী মানুষকে বোকা বানিয়ে সুবিধা ভোগ করছে অনন্ত মহারাজ এবং বংশীবাদন বর্মনরা।

সর্বশিক্ষা মিশনের উন্নয়নের জন্য ১৪ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন

শিলিগুড়ি ঃ ১৪ জন সদস্যকে নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সর্বশিক্ষা মিশনের উন্নয়নের কাজে নুতন কমিটি ঘঠিত হয়ে প্রথম আলোচনায় মিলিত হন সকল সদস্য ও সদস্যারা।কমিটিতে চেয়ারম্যান অরুণ ঘোষ ভাইস চেয়ারম্যান দীলিপ রায় ছাড়াও অন্যদের মধ্যে ডঃ সুপ্রকাশ রায় প্রেম কুমার বরদেওয়া সহ অন্যান্যর দীর্ঘক্ষণ সর্বশিক্ষার নানান অসম্পূর্ণ কাজ নিয়ে আলোচনা করেন।

গঙ্গাভাঙন থেকে বাঙ্গীটোলার বিস্তীর্ণ এলাকাকে রক্ষা করতে শাকুল্লাপুর বাঁধ বাঁধানোর পরিকল্পনা নিল রাজ্য সেচদপ্তর

মালদা ঃ গঙ্গাভাঙন থেকে বাঙ্গীটোলার বিস্তীর্ণ এলাকাকে রক্ষা করতে শাকুল্লাপুর বাঁধ বাঁধানোর পরিকল্পনা নিল রাজ্য সেচদপ্তর। এজন্য প্রায় দু'কোটি টাকা খরচে প্রকল্পের কাজ শুরু হল। সোমবার এই কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। ওই এলাকায় গঙ্গানদীর বামতীর বরাবর প্রায় ৬০০ মিটার এলাকায় ভাঙন রোধের কাজ করা হবে। এরফলে বাঁধ ভেঙে লোকালয় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা কমবে। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার মানুষজন ভাঙ্গন রোধের কাজের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ওই এলাকায় ভাঙন রোধের কাজ হলে বেশ কয়েকহাজার মানুষ উপকৃত হবেন। মালদহের কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বাঙ্গীটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শাকুল্লাপুর গ্রাম। এলাকার বাসিন্দা বেশ কয়েক হাজার। এছাড়াও বর্তমানে বাঁধ রোড দিয়ে প্রতিদিন চলাফেরা করেন আরও বেশকয়েক হাজার মানুষ। প্রতিবছর বর্ষা এলেই এখানকার বাসিন্দাদের ঘুম উবে যায়। নদী এই বুঝি এলো দোরগোড়ায়, এমনই আতঙ্কে ভোগেন এলাকার মানুষ। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সেচ দপ্তর এলাকায় বাঁধ ও রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি বাসিন্দারা। জানাগিয়েছে, ৬০০ মিটার কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। এবছর বর্ষার আগেই কাজ শুরু করে প্রথমে নিচের অংশ, অর্থাৎ বর্ষার সময় বাঁধের যে অংশ নদীর জলে ডুবে থাকে, প্রথমে সেই অংশের কাজ করা হবে।

দৃষ্টিহীন এক পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে সরকারি ভাবে সমস্ত রকম সাহায্যের উদ্যোগ নিল জেলাশাসক

মালদা। রতুয়ার দৃষ্টিহীন এক পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে সরকারি ভাবে সমস্ত রকম সাহায্যের উদ্যোগ নিল জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । সোমবার রতুয়া ২ ব্লকের সম্বলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজের তদারকি করতে যান মালদা জেলাশাসকসহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। ওই গ্রামে গিয়েই দৃষ্টিহীন একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের অসহায়তার কথা জানতে পারেন জেলাশাসক। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে ওই পরিবারটিকে যাতে সব রকম সাহায্য করা যায়, সেব্যাপারে প্রযয়োজেনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। জেলাশাসকের এই উদ্যোগ রীতিমতো সাধুবাদ জানিয়েছেন ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, সোমবার রতুয়া ২ ব্লকের সম্বলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামে পৌঁছয় একঝাঁক জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া, রতুয়া ২ ব্লক বিডিও নিশিত কুমার মাহাতো, পুখুড়িয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী সহ সরকারি আধিকারিকেরা। রাজ্য সরকারের সার্বিক উন্নয়ন পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে চলছে দুয়ারে সরকার। এই দুয়ারে সরকারের একটি অন্যতম অংশ মোবাইল ক্যাম্প। যার মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে পরিষেবা প্রদান করছে প্রশাসনের আধিকারিকেরা। তবে ইসলামপুর গ্রামে একটি পরিবারের পাঁচজন সদস্যই শারীরিক ভাবে দৃষ্টিহীন। পরিবারটির কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা পৌঁছে যান। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, দৃষ্টিহীন এই পরিবারের মধ্যে দুইজনের মানবিক ভাতা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। আজই তাদের সেই প্রকল্প যুক্ত করা হচ্ছে। অনেক কিছু প্রকল্পের পরিষেবা তারা পাচ্ছেন। যে সমস্ত পরিষেবা গুলি তারা পাচ্ছেন না সেগুলিতে যুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ির যে ইলেকট্রিকের সমস্যা তা দূর করতেও প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের চোখের আলো প্রকল্পের অধীনে এই দৃষ্টিহীন পরিবারের সমস্ত সদস্যের পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই পরিবারের বাসস্থান এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামের মানুষের পানীয় জল ও রাস্তার যা সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক।

রাজ্য সরকার বেকার যুবকদের সুবিধার জন্য ভবিষ্যতে ক্রেডিট কার্ড পরিষেবা শুরু করেছে, ব্যবসা চালানোর জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে

মালদা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফের বেকার যুবক যুবতীদের স্বার্থে নয়া প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। সরকারের তরফে বেকার যুবকদের ব্যবসা করার জন্য ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড পরিষেবা চালু করা হয়েছে।দুয়ারে সরকার শিবিরে সেই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে সেই প্রকল্পে।পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভা কক্ষে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আযয়োজন করা হয়। ওই শিবিরে এ প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করানো হয়েছে। প্রায় হাজার খানেক ব্যবসায়ী এই প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করেন। সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু , হরিশ্চন্দ্রপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাবলু রজক, সম্পাদক পবন কেডিয়া সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা।জয়ন্ত কুণ্ডু জানান, মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু করেছে। আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে অনলাইনে ফর্ম জমা নেওয়ার কথা। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স ও হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ব্যবসায়ী সমিতির সভাকক্ষে আবেদনপত্রগুলি জমা নেওয়া হল। সহজ শর্তে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের যুবকরা ঋণ পাবেন। ছোট দোকান মালিকরাও এর সুবিধা পেয়ে থাকবেন। মালদার জেলা শাসক এবিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতিদের বিপুলভাবে সহযোগিতা করেছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলায় অর্থনীতির ব্যবস্থা আরও ভালো হবে।

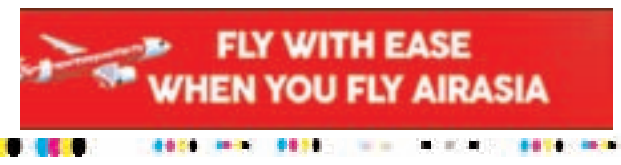

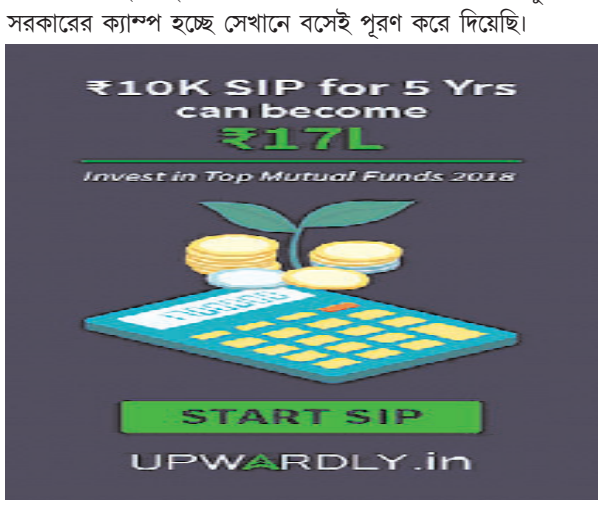

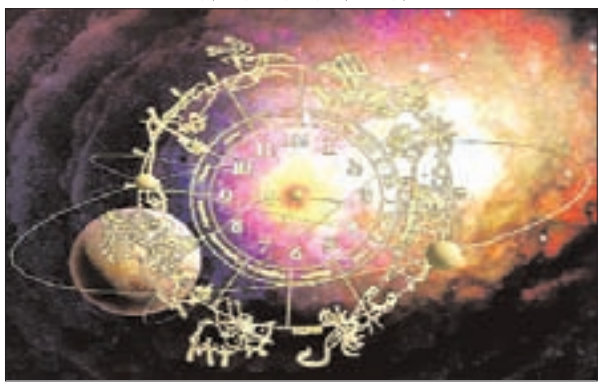

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

তাপপ্রবাহে নাভিশ্বাস উঠেছে!

কলকাতা ঃ চৈত্রের শেষেই দাবদাহ সাংঘাতিক আকার নিয়েছে। সূর্যের তেজে পুড়ছে বিশ্ব। তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে। সেইসঙ্গে বাড়ছে হিটস্ট্রোক। বিভিন্ন তাপজনিত সমস্যা মানুষকে নাজেহাল করে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে শীততাপনিয়ন্ত্রণ ছাড়াই শীতল থাকা যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞরা। প্রথমত তাপজনিক অসুস্থতা এড়িয়ে চলতে হবে। গরমে অসুস্থতা এড়াতে ঠান্ডা থাকা এবং হাইড্রেটিং করা খুবই জরুরি। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল গরম হলে অসুস্থ এবং অস্বস্তি বোধ এড়িয়ে চলা। এয়ার কন্ডিশনার ছাড়াই শরীর এবং ঘরকে ঠান্ডা করার উপায় রয়েছে।

প্রথমত ঘরের তাপমাত্রায় থাকা জল আপনার ত্বকে ঝাপটা দিতে হবে।
বাড়ির জানালা দরজাগুলি বন্ধ রাখতে হবে।
প্রয়োজনে তাপ থেকে দূরে থাকতে কম্বল বা চাদর ভিজিয়ে দরজায় রাখতে হবে।
যদি এসি না থাকে তাহলে রাতে জানালা খোলা রাখতে হবে।
বাতাস চলাচলের জন্য ফ্যান চালাতে হবে।
শীতল কাপড় দিয়ে আপনার কপাল বারবার মুছতে হবে।
সম্ভব হলে বাইরে কাজকর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে।
জলের বোতলে বরফের টুকরো রাখতে হবে। বিশেষ করে যদি আপনি বাইরে থাকেন।
আপনার যদি বাইরে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা থাকে, তবে শরীর ঢেকে বেরোন।

তাপপ্রবাহে অসুস্থতার লক্ষণ
প্রচন্ড পরিমাণ ঘাম হবে।
ঠান্ডা, ফ্যাকাশে এবং আঠালো হয়ে উঠবে ত্বক।
পাল্‌স রেট বেড়ে যাবে।
বমি বমি ভাব হবে বা বমি হবে।
ক্লান্ত লাগবে, পেশি আড়ষ্ট হয়ে যাবে।
মাথা ঘুরবে অথবা মাথাব্যথা হবে।
অজ্ঞান হয়ে যেতেও পারেন।
এইসব উপসর্গ হলে
এল নিনোর সম্ভাবনা বাড়ছে এবার, কড়া সতর্কতা জারি ভারতের আবহাওয়া বিভাগেরএল নিনোর সম্ভাবনা বাড়ছে এবার, কড়া সতর্কতা জারি ভারতের আবহাওয়া বিভাগের
জল খেতে হবে চুমুক দিয়ে।
ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।
শরীরের পোশাক ঢিলে করে দিতে হবে।
ঠান্ডা জলে স্নান করাতে হবে। বা শরীরে ঠান্ডা ভেজা কাপড় জড়িয়ে দিতে হবে।
যদি বমি বা উপসর্গগুলি এক ঘন্টার বেশি স্থায়ী হয় তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
হিট স্ট্রোকের লক্ষণ
শরীরের উচ্চ তাপমাত্রা ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি
গরম, লাল, শুষ্ক বা স্যাঁতসেঁতে ত্বক
পালস রেট বৃদ্ধি।
মাথা ব্যাথা বা মাথা ঘোরা
বমি বমি ভাব বা বমি করা।
যদি কেউ এই উপসর্গগুলি অনুভব করেন বা উপলব্ধ হয় তবে ওই ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে ছায়ায় বা একটি শীতল জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। শরীরের তাপমাত্রা কমাতে ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে। বা ঠান্ডাজলে স্নান করাতে হবে। তাদের কোনো পানীয় দেবেন না।

বিজেপির একটা আসন জিতলেই কালঘাম ছুটবে, ৩৫ আসনের টার্গেটের পাল্টা কুণালের

কলকাতা ঃ বাংলায় প্রচারে এসে আগামী লোকসভা নির্বাচনের সুর বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি ৩৫টি আসনে জয়ের টার্গেট দিয়ে গিয়েছেন। আর তা শুনে তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া, ৩৫ নয়, শূন্য থেকে ভাবুন।একটা আসন পেতেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। অমিত শাহকে কড়া বার্তায় পাল্টা নিশানা করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, অমিত শাহের বীরভূমের সভা ফ্লপ হয়েছে। বাংলার মানুষ, বীরভূমের মানুষ তাতে সাড়া দেননি। তাই তো বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে লোক এনে ভরাট করতে হয়েছে অমিত শাহের সভা। কুণাল ঘোষ বলেন, আবার এখানে এসে তিনি ৩৫ আসনে জেতানোর আর্জি জানিয়েছেন। এবার বাংলায় একটা আসন পেতেই কালঘাম ছুটবে। তাই বলি শূন্য থেকে এক হবে কি না ভেবে দেখুন। আপনি বিধানসভায় টার্গেট দিয়েছিলেন ২০০, তারপর কী হয়েছিল সবাই জানেন। এখন তিনি লোকসভায় ৩৫ আসনের টার্গেট দিয়েছেন, এই টার্গেট করে তিনি আবার অনৈতিক কথাও বলেছেন। একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে তিনি তা বলতে পারেন না। আর বলতে পারেন তিনি অমিত শাহ বলেই। এর আগেও ভিনরাজ্যে তিনি সরকার ভাঙার খেলা চালিয়েছেন। আর বাংলাতেই এসেও বাংলার সরকার ভাঙার কথা বলে গেলেন। কুণাল ঘোষের কথায়, তা না হলে তিনি কী করে বলেন নির্ধারিত সময়ের আগেই সরকার পড়ে যাবে। বিজেপিকে ৩৫ আসনে জেতালে ২০২৫ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাকবে না। তিনি আবার পরিবারবাদের কথা বলছেন। অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেডকে কোলে নিয়ে বসে পরিবারবাদের কথা বলছেন অমিত শাহ। কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, অমিত শাহরা কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ছেন। আসলে বাংলা বিরোধী চক্রান্তের পিছনে ওনারাই আছেন। তা প্রমাণিত হয়ে গেল এদিন। তিনি যেভাবে ২০২৫-এর আগেই সরকার পড়ে যাবে বলে তোপ দাগলেন, তাতে প্রমাণিত তাঁরা দিল্লিতে বসে এইসব পরিকল্পনাই করেন। একুশের ভোটে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহরা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছিলেন। তারপরও বিজেপি টার্গেটের টিকিও ছুঁতে পারেনি। আবার সেই এক টার্গেট দিয়ে গিয়েছেন। এবার হাল আরও খারাপ হবে বিজেপির। একুশের প্রত্যাশ্যার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি। এবারও পারবে না। তৃণমূলের তরফে টুইট করে বলা হয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিযায়ী পাখির মতো এসেছিন। আপনি দিল্লি ফিরে গিয়ে নিজের কাজ করুন। বাংলার মানুষজন আপনার এবং আপনাদের বিষয়ে আগ্রহী নয় বলেও জানান তিনি। আপনার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ঘৃণা ভাষণ সম্বন্ধের সমস্তকিছু জানেন বাংলার মানুষ।

দেবী লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর কৃপা পেতে চাইলে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন করুন এই প্রতিকার

রাঁচি ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে অক্ষয় তৃতীয়ার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে এই বিশেষ দিনটি পালিত হয়। এই বিশেষ দিনে সোনা কেনার এক বিশেষ রীতি রয়েছে। বলা হয় এদিন যে সকল ব্যক্তি সোনা কিনে ঘরে আনেন তাদের উপর মা লক্ষ্মী কৃপা করে থাকেন। জীবনে তাঁদের আর্থিক উন্নতি হয়। সোনা ছাড়া আর কী কিনবেন এদিন তবে যারা সোনা কিনতে পারেন না বা সোনা কেনার সামর্থ্য নেই তারা কিন্তু ৫ টাকা দিয়ে আপনার ঘরের সুখ শান্তি বজায় রাখতে পারেন এবং সেই সঙ্গে মা লক্ষ্মীর বিশেষ আশীর্বাদ পেতে পারেন। কীভাবে করবেন এই ৫ টাকা দিয়ে প্রতিকার। জীবনে আসবে সাফল্যও। আর্থিক দিকেও খুব উন্নতি করতে পারবেন। মহাবিশ্বের প্রথম শস্যের নাম কী জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়, এই বিশেষ দিনে যদি আপনি সোনা কিনতে না পারেন তাহলে ৫ টাকার যব কিনে এনে পূজা করুন। এই যবকে কিন্তু মহাবিশ্বের প্রথম শস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই যব ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক বলে মনে করা হয়। কথিত আছে, ব্রহ্মা দেব যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন, তখন প্রথম যবের জন্ম হয়েছিল। পূজা ও হবনেও এর একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতে মা লক্ষ্মীর কৃপা পাওয়া যায় জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞদের মতে, অক্ষয় তৃতীয়ায় যদি আপনি দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেতে চান তাহলে বাড়িতে নিয়ে আসুন যব। এতে লক্ষ্মীদেবের বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়া যায়, এটি আপনার জীবনে সফলতা আনবে। এই বিশেষ দিনে বাড়িতে এগুলি আনুন এই বিশেষ দিনে আপনি বাড়িতে শ্রী যন্ত্র বা কুবের যন্ত্র বাড়িতে নিয়ে পূজা করেন, তাহলে আপনার জীবনের সাফল্য লেগে থাকবে। এছাড়াও বিষ্ণুর কৃপা পেতে মেনে চলুন এগুলি। লক্ষ্মীর মন্ত্র জপ করলে জীবনের সুফল পাওয়া যায়। মা লক্ষ্মীর এই মন্ত্র জপ করুন অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। মা লক্ষ্মী এতে খুব প্রসন্ন হবেন। মা লক্ষ্মীর এই মন্ত্র জপ করুন মা লক্ষ্মীর ওম শ্রী শ্রী শ্রী কমলে কমলালেয়ে প্রসিদ প্রসিদ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী ওম মহালক্ষ্মী নমঃ মহা মন্ত্র জপ করলে আপনার জীবনে সাফল্য আসবে, আপনি জীবনে অবনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবেন। জীবনে যা চাইবেন তাই পাবেন।

গার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার সমাধান আমরা কতটা চাই?

ঢাকা ঃ এত বছরেও শান্তি চুক্তি কেন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি? যতদিন না এর কারণ নির্ণয় করা যাবে ততদিন পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের আলাপ করে কোনো লাভ হবে না। ২০১৮ সালে নির্মিত ভারতীয় সিনেমা 'আইয়ারি'র একটি দৃশ্যে কাশ্মীরে মোতায়েন মেজর তার ইউনিট চিফ কর্নেলকে বলেন, ''আচ্ছা স্যার, এতসব জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছেন, সবাই মিলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করলেই তো পারে!''জবাবে কর্নেল তাকে বলেন, কোনো সমস্যা থেকে যদি অনেকের ফায়দা হয়, তাহলে সেটা সমাধান করতে হয় না, জিইয়ে রাখতে হয়। কাশ্মীর কোনো একটি জায়গার নাম না, এটা পুরোদস্তুর এক ইন্ডাস্ট্রি। এখানে অনেক ধরনের ব্যবসা চলছে। এই কথোপকথনের এক পর্যায়ে তাদের গাড়িতে হামলা হয়। কর্নেলকে রক্ষা করতে গিয়ে মেজর গুলিবিদ্ধ হন, তবে প্রাণে বেঁচে যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম কাশ্মীর না।কাশ্মীরের বাস্তবতাও সেখানে নেই। তিনটি যুদ্ধের পর বিভক্ত হয়ে কাশ্মীর এখন ভারত, পাকিস্তান ও চীনের অংশ। ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সর্বদা তাদের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করে। তাই মাঝে মাঝেই সীমান্তে গোলাগুলিতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, পার্বত্য অঞ্চলের ভূসীমানা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দুই দশক সেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত থাকলেও অস্ত্র ফেলে ১৯৯৭ সালে তারা সরকারের সাথে শান্তি চুক্তি করে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারও প্রতিশ্রুতি দেয় চুক্তি বাস্তবায়ন করে সেখানে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার। কিন্তু শান্তির চুক্তির ২৬ বছর পরেও শান্তি ফেরেনি পার্বত্য চট্টগ্রামে। হামলা,পাল্টাহামলা, বন্দুক যুদ্ধ এবং খুনাখুনি যেন লেগেই আছে। সম্প্রতি এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়।কয়েকটি ঘটনাযেমন, কুকিচীনের আবির্ভাব, তাদের সাথে জঙ্গিদের আঁতাত, পর্যটকদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান এবং সর্বশেষ গত সপ্তাহে দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলিতে আট ব্যক্তি নিহত হলে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে দুই রকমের অভিযোগ শোনা যায়। একটি হচ্ছে, এলাকার নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজি নিয়ে পাহাড়ি সংগঠনগুলো একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। অন্যটি হলো, এসবের পেছনে সরকার বা প্রশাসনের মদত। পেছনে তাকালে দেখা যায়, শান্তি চুক্তির পরপরই ইউপিডিএফ নামে নতুন এক সংগঠনের জন্ম হয়,যারা পরবর্তীতে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী জেএসএসের সাথেদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জেএসএস ভেঙে তৈরি হয় জেএসএসএম এন লারমা দল। ২০১৭ সালের নভেম্বরে ইউপিডিএফ ভেঙে তৈরি হয় ইউপিডিএফগণতান্ত্রিক দল। অনেকে মনে করেন, কোনো একটি উদ্দেশ্যে কুকিচীনকে ব্যাপারটা সামনে আনা হয়েছে। জঙ্গিদের বিষয়টিও অনেকটা সেরকমই। পাহাড়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কেউ কেউ অভিযোগ করেন, এসব ভাঙন ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পেছনে প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। পক্ষান্তরে প্রশাসন দায়ী করে স্থানীয় উপদলীয় কোন্দলকে। চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার হতাশায় অনেকে অস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে বলেও শোনা যায়। এছাড়াও তিন পার্বত্য জেলায় কাজ করে অনেক এনজিও। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে সেখানে গিয়ে বসবাস করছে। বর্তমানে সেটলার ও পাহাড়িদের অনুপাত প্রায় সমান। তাদেরও অধিকার ও স্বার্থের দাবি জোরালো হচ্ছে। এসবের মধ্যে পাহাড়ি গোষ্ঠী অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। শান্তি চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে না পারায় ভূমির মালিকানা, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, চাদাবাজি এবং এলাকায় প্রভাব বিস্তার করাকে কেন্দ্র করে সেটলার, স্থানীয় প্রশাসন ও পাহাড়িদের মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। শান্তি চুক্তির সময় যে পরিস্থিতি ছিল, তা আর নেই। সেই সময় চুক্তি যত সহজে বাস্তবায়ন করা যেতো, এখন আর তা সম্ভব না। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কাজ করেন এমন প্রায় সকলের মতে, সেখানকার সমস্যাটা আসলে রাজনৈতিক, তাই তার সমাধান হতে হবে রাজনৈতিক উপায়ে। আর এজন্য দরকার সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। কিন্তু সমস্যার সমাধান না হলে যদি অনেকের ফায়দা হয়, তাহলে সমস্যা হয়ত রয়েই যাবে। তাই পার্বত্য অঞ্চলে কারা কলকাঠি নাড়েন, কেন তা করেন, কী ধরনের ফায়দা পান এসব নির্ণয় করেই পদক্ষেপ নিতে হবে, নতুবা কোনো কিছুই কাজে আসবে না।

জয়গাঁয় অবস্থিত ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন

আলিপুরদুয়ারঃ জয়গাঁয় অবস্থিত ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন হল সোমবার। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ নিজে ফিতে কেটে নতুন ভবনের দ্বার উদঘাটন করেন। জয়গাঁ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কলেজটি অবস্থিত।কলেজের আর্টস ও কমার্স বিষয়ে পঠনপাঠন হয়। ২০০৪ সালে বাম আমলে জয়গাঁ গোপীমোহন এলাকায় কলেজটি স্থাপন হয়। তখন কলেজের নাম দেওয়া রাজ্যের বাম আঃদোলনের নেতা এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে।ভারতভুটান সীমান্তে অবস্থিত এই কলেজটি কালচিনি ব্লকের একমাত্র কলেজ।ছিমছাম এই কলেজে ছিল অনেক অভাব ও পড়ুয়াদের অভিযোগ।প্রথমেই শৌচালয় সমস্যা।যেটি প্রখর আকার ধারণ করেছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে।কলেজের পুরোনো ভবনটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট।ক্লাসরুমের সংখ্যা ছিল আটটি।একটি টিচার্স রুম,একটি অফিস রুম ও একটি লাইব্রেরি ছিল। পুরোনো ভবন ও নতুন ভবনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য।সীমান্তবর্তী শহরে ঝাঁ চকচকে কলেজ ভবন দেখলে ভিমরি খেতেই হয়।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা খরচ করে তিনতলা বিশিষ্ট নতুন কলেজ ভবন তৈরি করা হয়েছে।নিচের তলায় রয়েছে তিনটি ক্লাসরুম।দ্বিতীয় তলে রয়েছে পাঁচটি ক্লাসরুম।তৃতীয় তলে সাতটি ক্লাসরুম।মোট পনেরোটি রুম রয়েছে।সবকটি ক্লাসঘর স্মার্ট রুম।তিনটি ঘরে গ্যালারির মতো করে বসার জায়গা করা হয়েছে।এরপরেও রয়েছে ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক শৌচালয়। অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, টিচার্স কমন রুম,অফিস রুম,অধ্যক্ষের ঘর। ২০১৭ সালে জয়গাঁ কলেজের নতুন ভবন তৈরির উদ্যোগ নেয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর।সেই মোতাবেক শুরু হয় কাজ।২০২৩ সালের মধ্যে কলেজটির নতুন ভবন উদ্বোধন হতে দেখে আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি পড়ুয়া ও অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষের মুখে।কলেজের অধ্যক্ষ বিনয় কুমার পাটেল জানান,নতুন ভবন এবছরের একটি বড় উপহার।কলেজের শিক্ষার মান নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন উঠবে না।আমরা স্মার্ট ক্লাসরুমে ছেলেমেয়েদের পড়াব।এই কলেজেও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়ুয়ারা ছুটে আসবে।তবে কলেজের সামনে একটি হাইমাস্ট লাইটের দরকার রয়েছে।যার অনুরোধ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে।অধ্যাপকদের তরফে কলেজের সামনের রাস্তা ঠিক করে দেওয়ার অনুরোধ জানান হয়েছে।এই দাবিগুলি খুব শীঘ্রই পুরণ হবে আশা করি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী জানান,এলাকার সমস্যার কথা না এলে জানতেই পারতাম না।কলেজের সামনে রাস্তা খারাপ।সত্যি পড়ুয়াদের কাছে অসুবিধার কারণ।সমস্যা সমাধান হওয়া জরুরি।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের তরফে এই রাস্তা ঠিক করে দেওয়া হবে,আমি কথা দিলাম।অধ্যাপকদের এবং অধ্যক্ষের কাছ থেকে আরও সমস্যা শুনে বাকি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।চা বাগানবেষ্টিত জয়গাঁ সহ কালচিনি ব্লকের পড়ুয়ারা শিক্ষার থেকে বঞ্চিত না হয় তা সবার প্রথমে দেখা হবে।

গুলিতে ছোটো ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন ১১ দিন

উত্তর দিনাজপুর ঃ গুলিতে ছোটো ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন ১১ দিন। কিন্তু গুলিবিদ্ধ শরীরের যন্তনা অসহ্য হয়ে ওঠায় অবশেষে ইসলামপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসলেন চোপড়ার দিঘাবানা গ্রামের বাসিন্দা মহাম্মদ মজির। ঘটনায় অবাক ইসলামপুর হাসপাতালের চিকিৎসক মহল। প্রশ্ন উঠছে পুলিশি তৎপরতা নিয়ে।৩০ শে মার্চ চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘাবানা গ্রামে তৃনমুল কংগ্রেসের বুথ কমিটির মিটিং এ গুলি চলার ঘটনায় মারা গিয়েছিল দুই তৃনমুল কর্মী। মৃত হাসু মহাম্মদ এর দাদা মহা মজিরও সেদিনই গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন বলে দাবী তার। দু'পায়ে ছড়রা গুলি লেগে ছিল মহা মজিরের। সেদিন থেকেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আতঙ্কে গা ঢাকা দিয়েছিলেন মহাঃ মজির। কিন্তু আর পারেন নি। অসহ্য যন্ত্রনার কাছে হার মেনে মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। এদিন ক্যামেরার সামনে অসহায় অবস্থায় কেঁদে ফেলেন মহা মজির। আর তাকে দেখে অবাক হলেন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক মহল।পাশাপাশি গ্রাম্য সুত্রে জানা গেছে ওইদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত অপর তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ফাইজুর রহমানের পরিবারের তরফে যে অভিযোগ জানানো হয় সেখানে মহা মজিরের নেতৃত্বে ওই হামলার অভিযোগ করা হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে যেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি থেকে রাজ্য প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেন এতদিন খুজে পেলো না পুলিশ? পাশাপাশি ওই গোলমালের দিন এক ব্যক্তি গুলি বিদ্ধ অবস্থায় থাকলেও কেন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো না পুলিশ। স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশি তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শিলিগুড়িকে আবর্জনা মুক্ত করার লক্ষ্যে নামানো হলো পেলোডার

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িকে আবর্জনা মুক্ত করার লক্ষ্যে নামানো হলো পেলোডার।শহরকে আবর্জনা মুক্ত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার দুটি পেলোডার গাড়ি নামানো হলো। এদিন দুটি পেলোডার গাড়ির সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পরিষদ মানিক দে এবং পুরনিগমের কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব জানান শহরকে শূন্য আবর্জনায় পরিনত করাই হলো আমাদের লক্ষ্য।১০৭টি গাড়ি নিয়ে পথচলা শুরু করেছিল তৃণমূল পুরবোর্ড। বর্তমানে গাড়ির সংখ্যা ১৮৯টি। এই সমস্ত গাড়ি সর্বক্ষণ শহরের আবর্জনা পরিস্কারের সেবার নিযুক্ত থাকবে। শীঘ্রই আমাদের লক্ষ্য পূরন হবে বলে জানান তিনি।

সম্পাদকীয়

চীনের খপ্পর থেকে যে কারণে তাইওয়ানকে রক্ষা করা দরকার

চীন যদি তাইওয়ান দখল করার জন্য অভিযান চালায়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কী করবে, কেউ জানে বলে মনে হচ্ছে না। দশকের পর দশক ধরে মার্কিন নেতারা এই প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের সাধ্যমতো সবকিছুই করে গেছেন। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ওয়াশিংটনের 'কৌশলগত অস্পষ্টতা' রক্ষার নীতি থেকে সরে এসে খুব খোলামেলাভাবে বলেছেন, তাইওয়ানে 'নজিরবিহীন হামলা' হলে মার্কিন সেনাবাহিনী দ্বীপটির পাশে দাঁড়াবে। অবশ্য বাইডেন এ কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা পিছু হটে ঘোষণা করেন, যুক্তরাষ্ট্রের তাইওয়াননীতি আগের মতোই আছে সে নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ১৯৬০ সালের যুক্তরাষ্ট্রজাপান প্রতিরক্ষা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, জাপানের ভূখণ্ড কখনো আক্রান্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে নামতে হবে এবং জাপানকে সর্বাত্মক সহায়তা দিতে হবে। কিন্তু তাইওয়ানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সে ধরনের কোনো চুক্তি নেই। তাই চীন যদি তাইওয়ানে হামলার

সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তা নিয়ে দেশটিকে ভাবতে হবে। তবে কৌশলগত অস্পষ্টতা যদি চীনের তাইওয়ান হামলা ঠেকানোর হাতিয়ার হয়ে থাকে, তাহলে সেই হাতিয়ার আজকের দিনে কতটা যথেষ্ট, সেটিই আসল প্রশ্ন। কারণ, ১৯৫৮ সালে তাইওয়ান প্রণালি সংকটের সময় কোয়েময় এবং মাতসু দ্বীপপুঞ্জে গোলাবর্ষণ করে তাইওয়ানকে চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদীদের কাছ থেকে 'মুক্ত' করার চেষ্টা করার সময় চীন যতটা শক্তিধর ছিল, সে তুলনায় দেশটির শক্তি ও ক্ষমতা এখন বহুগুণ বেশি। তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাইওয়ানের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি ছিল এবং আমেরিকান নেতারা মূল ভূখণ্ডে পরমাণু হামলার জন্য তাইওয়ানকে চাপ দিয়েছিলেন। আজ চীনের কাছে সেনাসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক বাহিনী এবং যথেষ্ট পারমাণবিক অস্ত্রাগার রয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ভালো করেই জানেন, যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে যাবে না এবং সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়নি। এই চিন্তাটি সি চিন পিংকে সাহসী করে তুলেছে। শক্তিমত্তার দিক থেকে অনেক পেছনে থাকা রাশিয়ার সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র যেখানে যুদ্ধে জড়াতে চায় না, সেখানে চীনের মতো এত উন্নত অস্ত্রসজ্জিত সুবিশাল বাহিনীর সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই তারা লড়াইয়ে জড়াতে চাইবে না। উদারপন্থীদের আগেকার ধারণা ছিল, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্মিলন ঘটলে অবধারিতভাবেই চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে। দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে সামরিক একনায়কত্ব থেকে গণতন্ত্র আসার ঘটনা এই ধারণাকে জোরালো করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন আমরা জানতে পারছি, 'চীনা চরিত্রের সমাজতন্ত্রের' অধীনেও পুঁজিবাদ বিকশিত হতে পারে। ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে ওয়াশিংটনের সম্ভাব্য রাজনৈতিক পটপরিবর্তন চীনকে বলপূর্বক তাইওয়ানকে দখল করে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে একীভূত করার বিষয়ে আশাবাদী করে তুলতে পারে। হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা তাঁর মতো চিন্তাধারার যেকোনো রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় এলে যুক্তরাষ্ট্রকে দূরের দেশগুলোর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা থেকে দূরে রাখার নীতি অনুসৃত হতে পারে। ফলে তাইওয়ানকে নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বিষয়টি এখনই ঠিক করে রাখার যৌক্তিকতা রয়েছে। কিন্তু তাইওয়ানকে সমর্থন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কি পোষাবে? বিশেষ করে, সেখানে যখন একটি বিপর্যয়কর যুদ্ধের ঝুঁকি রয়ে গেছে, তখন তাইওয়ানকে সহায়তা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কতটা পোষাবে? আমি বিশ্বাস করি পোষাবে। কারণ, তাইওয়ানে হামলা মানে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় হামলা। চীন যদি দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে নিতে পারে, তাহলে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াউভয় দেশের ওপর চীন অর্থনৈতিকভাবে খবরদারি করতে পারবে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া যদি তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে আমেরিকার ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলে, তাহলে হয় তাদের চীনের প্রভুত্ব মেনে নিতে হবে, নয়তো দ্রুততার সঙ্গে পরমাণু অস্ত্র জোগাড় করা শুরু করতে হবে।

ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালালে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর জন্য তা হবে মৃত্যুফাঁদ

যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশনায় বসন্তের শেষে ইউক্রেন বড় ধরনের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ হামলার পরিকল্পনা এমন এক সময়ে নেওয়া হয়েছে, যখন ইউক্রেনের খেতখামার ও পথগুলো ভেজা থাকবে। সে অবস্থায় খোলা মাঠের ওপর দিয়ে সাঁজোয়া যানগুলো চালানো সম্ভব নয় কাঁচা সড়কে সেগুলো চালানো সত্যেই কঠিন।

স্টিফেন ব্রায়েন
প্রাবন্ধিক

পেন্টাগনের ফাঁস হওয়া নথি থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সামরিক অভিযানের জন্য ইউক্রেন তাদের ১২টি ব্রিগেডকে প্রস্তুত করেছে। এই ১২টি ব্রিগেডের ৯টি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাঁজোয়া যান এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। অন্য তিনটি ব্রিগেড পুরোনো আমলের রাশিয়ান সাঁজোয়া যান ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, যেগুলার কিছু কিছু ইউক্রেন আধুনিকায়ন করেছে। ফাঁস হওয়া নথি অনুসারে, এই আক্রমণ থেকে ইউক্রেন বড় অর্জন প্রত্যাশা করছে। কিন্তু বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন। ইউক্রেনের পক্ষের বড় পৃষ্ঠপোষক ওয়াল স্ট্রিট জার্নালেরও এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

প্রকৃতপক্ষে, ফাঁস হওয়া নথিগুলোই ভিন্ন কথা বলছে। এগুলো বাইডেন প্রশাসনের বেপরোয়া অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে সহযোগিতা করবে। প্রকৃতপক্ষে ইউক্রেনের বসন্ত শেষের এই আক্রমণপরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো এবং এমনকি আমেরিকার এশীয় মিত্রদের জন্য মরণফাঁদ হয়ে উঠবে।

একটি ব্রিগেডে সাধারণত তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার সেনা থাকেন। সর্বোচ্চ সংখ্যাটি ধরে নিয়ে হিসাব করলে ইউক্রেন ৬০ হাজার সেনা দিয়ে পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এ আক্রমণের মূল লক্ষ্য হলো সেভাস্তোপল নয়, বরং কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলোর ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা তিন কারণে ফলপ্রসু হবে না। প্রথমত, সমরাস্ত্র কারখানা এখন পুরোদমে চলছে আর যুদ্ধের জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে চলেছে। যুদ্ধে লোকবলে যে ক্ষয় হয়েছে, নতুন সেনা নিয়োগ করে তা পূরণ করেছে অথবা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক মাসগুলোয় রাশিয়ান সেনারা খুব কার্যকরভাবে লড়ে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ানরা যদি জিতে যায়, তাহলে ইউক্রেনের রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে।

যাহোক, ইউক্রেন যদি পারে, তাহলে তারা একই সঙ্গে ক্রিমিয়া ও সেভাস্তোপলে আক্রমণের কিছু প্রচেষ্টা নিতে পারে। এ আক্রমণপরিকল্পনার বড় অংশটিই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনীতি বিষয়ে আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া ন্যুল্যান্ডের মস্তিষ্কপ্রসূত। ইউক্রেন বিষয়ে তিনি বাইডেন প্রশাসনের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি।

ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবেএ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে ন্যুল্যান্ড কোনো রাখঢাক করেননি। ন্যুল্যান্ড একজন গোঁড়া রাশিয়ানবিরোধী ও পুতিনবিরোধী। পুতিন সরকারের পতন তিনি দেখতে চান। তাঁর দৃষ্টিতে সেটা অর্জন করতে হলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিজয় অর্জন করতে হবে ইউক্রেনকে। এর অর্থ হলো রাশিয়ার কাছে খোয়ানো প্রতি ইঞ্চি ভূমি পুনর্দখল নিতে হবে ইউক্রেনকে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ন্যুল্যান্ডের এই ভাবনার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইউক্রেনের সঙ্গে ন্যুল্যান্ডের দীর্ঘ একটি ইতিহাস রয়েছে। ওবামা প্রশাসনের সময় তিনি মায়দান আন্দোলনের সেই বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানিয়েছিলেন, যারা ইউক্রেনের নির্বাচিত (রাশিয়াপন্থী) সরকারকে উৎখাত করেছিল।

সে সময় ইউক্রেনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ন্যুল্যান্ডের গোপন কথোপকথন ফাঁস হয়েছিল। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ইউক্রেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের পরিবর্তে বিকল্প প্রেসিডেন্ট কে হবেন। ২০১০ সালের নির্বাচনে ইয়ানুকোভিচ বিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম দোনেস্ক অঞ্চলে। বর্তমানে তিনি রাশিয়ায় নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন।

অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পথ হওয়া সত্ত্বেও ইউক্রেনের সেই অভ্যুত্থানে মদদ দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর পর থেকে ইউক্রেনের রুশভাষী অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ ইউক্রেনের কোনো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেননি। ২০১৯ সালে জেলেনস্কি যে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, সে নির্বাচনেও তাঁরা ভোটদানে বিরত থাকেন।

২০১৪ সালে ক্রিমিয়া এবং ২০২২ সালে খেরসন, জাপোরিঝঝিয়া, দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে রাশিয়া ফেডারেশনের অংশ করে নেয় পুতিন সরকার।

ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণপরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সমর্থন থাবার পরও সেটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ বাধার মুখে পড়বে। এর একটা বড় কারণ হলো, ন্যাটো যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার তুলনায় ইউক্রেনের নয়টি ব্রিগেডে পশ্চিমা সাঁজোয়া যান ও অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা অনেকটাই কম। আবার যেগুলোও আছে সেগুলোর নানা দেশের তৈরি।

এ ধরনের বিসদৃশ সাঁজোয়া যান এবং সামরিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ খুব সহজ নয়। আবার কোনোটাতে ত্রুটি দেখা দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে মেরামত করা একেবারেই অসম্ভব। ইউক্রেনীয়দের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যদি ট্যাংকসহ সাঁজোয়া যান হারায়, তাহলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই।

পোল্যান্ড ও রুমানিয়ায় কয়েকটি মেরামত স্টেশন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিন্তু সেগুলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

পেন্টাগনের ফাঁস হওয়া নথি থেকেই মিলছে যে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের রাশিয়ান বাহিনীর হামলায় সেগুলো ধ্বংস হয়েছে অথবা গোলাবারুদ একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। এমনকি ইউক্রেনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেয়, তারপরও অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া সেটা কার্যকর করা সম্ভব নয়।

এর অর্থ হচ্ছে, আকাশ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়ানদের আধিপত্য থাকবে। যেকোনো আক্রমণের ক্ষেত্রে তারা সেই সুবিধাকে ইউক্রেনীয় বাহিনীর বিরুদ্ধ কাজে লাগাতে পারবে। এ ছাড়া, পর্যাপ্ত গোলাবারুদের সরবরাহ নিশ্চিত না করতে পারাটাও এই পরিকল্পনার প্রধান একটি সমস্যা।

পাল্টা আক্রমণের ক্ষেত্রে ইউক্রেনের এই চিত্রে আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না। ইউক্রেনের চাহিদামাফিক অত্যাধুনিক সাঁজোয়া যান ও ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়ার সামর্থ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের না হওয়া পর্যন্ত কিয়েভ অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু সম্ভবত তার জন্য আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। যাহোক, এ পরিস্থিতির সুযোগ নিতে রাশিয়া নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে না।

ইউক্রেন ইস্যুতে এখন বাইডেন প্রশাসন যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক মীমাংসার বিরোধী। একটা গুজব আছে যে বাইডেন প্রশাসন জেলেনস্কি সরকারকে আরও নমনীয়তা দেখাতে বলেছে, কিন্তু এর সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ন্যুল্যান্ড ও অন্য অনেকে রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের চুক্তির বিরোধী। কিন্তু ভিন্ন চিন্তার লোকেরাও রয়েছেন বাইডেন প্রশাসন।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা তিন কারণে পশ্চিমাদের জন্য মরণফাঁদ হবে। প্রথমত, সমরাস্ত্র কারখানা এখন পুরোদমে চলছে আর যুদ্ধের জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে চলেছে। যুদ্ধে লোকবলে যে ক্ষয় হয়েছে, নতুন সেনা নিয়োগ করে তা পূরণ করেছে অথবা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক মাসগুলোয় রাশিয়ান সেনারা খুব কার্যকরভাবে লড়ে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ানরা যদি জিতে যায়, তাহলে ইউক্রেনের রাজনৈতিক অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ন্যাটোর ওপরও বড় চাপ তৈরি হয়েছে। ন্যাটোর অস্ত্রশস্ত্রের ভান্ডার অনেকটাই খালি হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে ইউক্রেনপন্থী ইউরোপীয় রাজনীতিকেরাই এখন যুদ্ধ নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এ ছাড়া নর্ডস্টিম পাইপলাইন ধ্বংসের ঘটনাটি জার্মানযুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও প্রভাব ফেলেছে।

তৃতীয়ত, ফিনল্যান্ড ন্যাটোর নতুন সদস্য হওয়ায় এখন আরও বড় সীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ন্যাটোকে। শুধু ইউক্রেনের সীমানা রক্ষা নয়, ফিনল্যান্ডের সীমানাও রক্ষা করতে হবে তাদের।

এসব প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা শুরুর জন্য বিচক্ষণ পদক্ষেপ প্রয়োজন। কিন্তু সেটা সহজ নয়। কেননা, রাশিয়া অস্ত্রবিরতিতে যেতে সম্মত নাও হতে পারে। সম্ভবত, তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানাতে পারে।

সাময়িকী

মোদির পথে আরও বড় কাঁটা হতে পারেন রাহুল

বিরোধী দল কংগ্রেস পার্টির নেতা রাহুল গান্ধীর দুই বছরের কারাদণ্ডাদেশ ও এর মাধ্যমে তাঁকে লোকসভায় অযোগ্য ঘোষণা করা ভারতের রাজনীতিকে একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে। সেই ধাক্কার অভিঘাত পার্লামেন্টের উভয় কক্ষকেই শুধু নাড়িয়ে দেয়নি, তার বাইরে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পাশাপাশি এটি দেশটির গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর সংশয় তৈরি করেছে।

শশী থারুর
কলামিস্ট

২০১৯ সালে কর্ণাটকে দেওয়া একটি ভাষণের জেরে রাহুলকে নিশানা করা হয়েছিল। ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার একপর্যায়ে রাহুল বলেছিলেন, তিনি মনে করেন, ভারতের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ভগ্নদশার জন্য ছয়জন দায়ী। তাঁরা হলেন নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, বিজয় মাল্য, ললিত মোদি, অনিল আম্বানি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

রাহুল গান্ধী ভাষণে বলেছিলেন, 'এক ছোটা সা সওয়াল। ইন সব চোরো কি নাম মোদি, মোদি, মোদি ক্যায়সে হে? অর আভি থোড়া ঢুন্ডোভি তো বহুৎ সারি মোদি দেখলেঙ্গে (একটা ছোট্ট প্রশ্ন, সব চোরের নাম 'মোদি, মোদি, মোদি' হয় কেমন করে? আরেকটু খুঁজলে তো আরও অনেক মোদি বের হয়ে আসবে)।' নিশ্চিতভাবেই রাহুল গান্ধী ভারতের অর্থনীতিকে লুট করার অভিযোগে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সমালোচনা করেছিলেন। যাঁদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনজনের ডাকনাম একই। আপনি হয়তো বলতে পারেন, রাহুলের এভাবে নাম ধরে বলাটা মোটেই দরকার ছিল না। কিন্তু ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অনেক নেতাসহ রাজনীতিকেরা নির্বাচনী ভাষণে প্রতিপক্ষ ও সংখ্যালঘুদের নাম ধরে এর চেয়ে অনেক খারাপ ভাষায় সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কাউকে এভাবে ফৌজদারি মামলায় পড়তে হয়নি। বিজেপির আইনপ্রণেতা পূর্ণেশ মোদি, রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা করে অভিযোগ করেন, রাহুল গোটা 'মোদি সম্প্রদায়কে' চোর বলেছেন। গুজরাটের সুরাটের একটি আদালত সেই অভিযোগকে আমলে নিয়ে রাহুলকে দোষী সাব্যস্তও করেছেন। তবে পুরো গল্পটা বেশ ঘোলাটে।

২০১৯ সালে যে বিচারকের আদালতে প্রথম এই মামলার শুনানি হয়েছিল, সেই বিচারক বলেছিলেন, মামলাটিতে অভিযোগের ভিত্তি খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। মনে হচ্ছিল, তিনি মামলাটি খারিজ করে দেবেন। এটি বুঝে পূর্ণেশ মোদি মামলাটি স্থগিত করার জন্য হাইকোর্টে ছুটে যান। তখন থেকে মামলাটি স্থগিত ছিল।

এই রায় ইতিমধ্যেই ভারতের সরকারবিরোধীদের জাগিয়ে তুলেছে। দিল্লিতে আম আদমি পার্টি, পশ্চিমবঙ্গের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, উত্তর প্রদেশের সমাজবাদী পার্টি, তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতি ও কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়াসহ (মার্ক্সবাদী) রাজ্যভিত্তিক যে দলগুলো ঐতিহ্যগতভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে থাকে, তারাও রাহুল গান্ধীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

সেই ঘটনার দুই বছর পর রাহুল গান্ধী পার্লামেন্টে একটি বক্তৃতা দেন (যার একটি বড় অংশ পার্লামেন্টের নথি থেকে বাদ দেওয়া হয়)। বক্তৃতায় তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে নিজ বলয়ের ব্যবসায়ীদের হাতে দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার অভিযোগ করেন এবং তার পরপরই পূর্ণেশ মোদি তাঁর মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার জন্য হাইকোর্টে ফিরে যান।

মজার বিষয়, সুরাটে মোদি আসার ঠিক আগেই সেখানকার আগেকার বিচারককে সরিয়ে নতুন বিচারক বসানো হলো এবং সেই নতুন বিচারক শুধু সেই মামলাকে পুনরুজ্জীবিতই করলেন না, মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে রায়ও দিয়ে দিলেন। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, কোনো পার্লামেন্ট সদস্যের যোগ্যতা বাতিল এবং পরবর্তী অতিরিক্ত ছয় বছরের জন্য নির্বাচনে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করতে যে দুই বছরের কারাদণ্ডাদেশের প্রয়োজন হয়, সেই প্রয়োজনও এই রায়ে পূরণ করা হয়েছে। বিজেপি সরকার রায় কার্যকর করার জন্য মুখিয়ে ছিল। রায়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লোকসভা সচিবালয় থেকে ঘোষণা করা হয়, রাহুল গান্ধী আর এমপি নন এবং এর পরের কার্যদিবসেই তাঁকে তাঁর সরকারি বাংলো খালি করতে চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের রাজনীতিকেরা বলেছেন, এই রায় যথাযথ বিচারিক বিধি মেনে হয়নি এই রায় হয়েছে সরকারের শীর্ষ মহলের আগে থেকে ঠিক করে রাখা সিদ্ধান্ত মেনে। তাঁদের ভাষ্য, এর মাধ্যমে আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত রাহুলের মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

জানা অজানা

কাউকে ছোট ভাবতে নেই ও অবজ্ঞা করতে নেই

সুনীল কুমার দে

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভুতে সেই প্রেমময়।অর্থাৎ ভগবান সবার মধ্যে আছেন।সবার মধ্যে ভগবানের অনন্ত শক্তি কাজ করছে সেজন্য কাউকে ছোট ভাবতে নেই,দুর্বল,কমজোর,ও অসহায় ভাবতে নেই।কাউকে ঘৃণা করতে নেই ও অবজ্ঞা করতে নেই।ভগবান কাকে দিয়ে যে কখন কি কাজ করাবেন তা আমরা কেউ জানি না।এই পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে,যা কিছু ঘটছে সবই ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে।এই টি ভক্তের ভাব।আর যারা অজ্ঞানী ও অহংকারী ব্যক্তি তারাই বলে আমি করছি,আমার অনেক ক্ষমতা,আমার অনেক ধন দৌলত,আমার অনেক শক্তি আমি সব কিছু করতে পারি।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, নিজেকে দুর্বল ও শক্তিহীন ভেবো না,তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে,তুমি সব কিছু করতে পারো,এটাকে আত্ম বিশ্বাস বলে,অহংকার নয়।জীবনে তাই কিছু করতে হলে আত্মবিশ্বাস দরকার,অহংকার নয়।কোনো জিনিষের অহংকার ভালো নয়।অহংকার মানেই পতন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতিত গাছের পাতাটি ও নড়ে না।প্রকৃত জ্ঞান যার হয় তার মধ্যে এই বোধ টা আসে তখন তার পা বেতালে পড়ে না।কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন,ভগবানের ইচ্ছাতেই যখন সব কিছু হচ্ছে তাহলে খারাপ কাজ ও পাপ কাজের জন্য ও আমরা কেউ দায়ী নই সবই ভগবান করছেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই বিষয়ে বলেছেন,,যার তাল জ্ঞান আছে তার পা বেতালে পড়ে না।অর্থাৎ যার ভালো মন্দ ও পাপ পুন্য বোধ আছে সে জীবনে খারাপ কাজ ও পাপ কাজ করতে পারে না।তাই ঠাকুর বলেছেন, নিজেকে পাপী বলতে নেই।যে নিজেকে পাপী পাপী বলে সে শালা পাপী হয়ে যায়।আমি তার নাম করেছি আমার আবার পাপ কিসের এই বিশ্বাস চাই।অদ্ভুত কথা ঠাকুরের।এই আশা,এই ভরসা,এই বিশ্বাস আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি।তাই শুরুতেই বলেছি কাউকে ছোট ভাবতে নেই,কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই,কোন নুড়িতে নারায়ণ আছে তা আমরা কেউ জানি না।

জাকাত দয়াদাক্ষিণ্য নয় এটি গরিবের পাওনা অধিকার

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

রমজান মাসে দানখয়রাত ও ফিতরা, জাকাত ইত্যাদি দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই আমল সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য সহায়ক। কিন্তু কখনো কখনো এ মহতী কাজেও অনেকে ভুল পদক্ষেপ নেন। কোথাও কোথাও দেখা যায় অনেক কাপড় ব্যবসায়ী অসম্মানজনকভাবে জাকাতের কাপড় বিক্রির ব্যানার ঝোলান। বিজ্ঞাপন দিয়ে কম দামি, নিম্নমানের শাড়ি কাপড় ও লুঙ্গি 'জাকাতের কাপড়' হিসেবে বিক্রি করেন।

কোনো কোনো জাকাতদাতা আছেন যাঁরা এগুলো কিনে জাকাত হিসেবে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করেন।

যেসব জাকাতদাতা এ ধরনের নিম্নমানের শাড়ি, লুঙ্গি জাকাত হিসেবে দিচ্ছেন, তাঁরা একদিকে জাকাতকে অসম্মান করছেন, অন্যদিকে জাকাতগ্রহীতাকেও অবমাননা করছেন। সব মিলিয়ে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম খোদায়ি বিধান জাকাতের অবমাননা হচ্ছে আর মানবতার সঙ্গে উপহাস করা করা হচ্ছে। সর্বোপরি ইমান ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ও মৌলিক একটি ইবাদতকে ছলচাতুরীর মাধ্যমে খেলতামাশায় পরিণত করা হচ্ছে।

জাকাত ফরজ ইবাদত করুণার দান নয়, দয়াদাক্ষিণ্যও নয় এটি বঞ্চিতদের পাওনা অধিকার। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'তাদের সম্পদে বঞ্চিত যাচ্ঞাকারীদের নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।'

পাওনাদারের টাকা দিয়ে পাওনাদারকে নিম্নমানের কিছু কিনে দেওয়া ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কী? কোরআনে করিমে আল্লাহ তাআলা বলেন : 'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত কল্যাণ পাবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস দান করবে। আর তোমরা যা দান করো, আল্লাহ তা সে বিষয়ে অবগত।'

যেহেতু এটি তার পাওনা সুতরাং প্রাপককে তার পাওনা সসম্মানে প্রদান করতে হবে

যাতে তিনি তা পেয়ে সন্তুষ্ট হন। জাকাত প্রদান করা ফরজ ও সদকা আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু কোনো মানুষকে হেয় জ্ঞান করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, কারও সম্মানহানি করা নাজায়েজ ও হারাম কাজ।

জাকাত, সদকাতুল ফিতর ও যেকোনো ফরজ ওয়াজিব সদকা, যা নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হয় এবং যেসব শুধুই গরিবের হক। তাই দেওয়ার আগে তিনি প্রকৃত হকদার কি না, তা নিশ্চিত হতে হবে। তবে সেসব প্রদান করার ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে এমন বলার প্রয়োজন নেই যে, 'এটা জাকাত' বা 'এটা ফিতরা'।

মুদ্রা বা টাকাই অগ্রগণ্য, কেননা এর দ্বারা গ্রহণকারী নিজের রুচি ও ইচ্ছামতো প্রয়োজন মেটাতে পারেন। কোনো কাপড়চোপড় বা খাদ্যদ্রব্য অথবা অন্য কোনো বস্তু কিনে দিলে ব্যবহার উপযোগী মানসম্পন্ন জিনিসই দেওয়া উচিত।

এমনভাবে বলা উচিত নয় কেননা এতে গ্রহীতা লজ্জিত, অপমানিত বোধ করবেন। শুধু ফরজ ওয়াজিব দান নয় বরং নফল দানখয়রাতের মাধ্যমেও কাউকে অসম্মান করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'উত্তম কথা ও ক্ষমা সেই দান অপেক্ষা উত্তম, যার সঙ্গে অনুগামী হয় যন্ত্রণা। আর আল্লাহ তাআলা ধনী ও সহিষ্ণু।' । সদকা ও জাকাত এমনভাবে দেওয়া উত্তম, যা গ্রহীতা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে মুদ্রা বা টাকাই অগ্রগণ্য, কেননা এর দ্বারা গ্রহণকারী নিজের রুচি ও ইচ্ছামতো প্রয়োজন মেটাতে পারেন। কোনো কাপড়চোপড় বা খাদ্যদ্রব্য অথবা অন্য কোনো বস্তু কিনে দিলে ব্যবহার উপযোগী মানসম্পন্ন জিনিসই দেওয়া উচিত।

পাঠকের চিঠি

স্বাগত ১৪৩০ এক নতুন পথচলা

বিদায়ী বছরের বিষন্নতাকে কাটিয়ে এক নতুন বছরের হাতছানি। ক্যালেন্ডারের শেষ পাতাটি ছিঁড়ে নতুন দিনের সূচনা, ১৪৩০ এক পথচলা। বাঙালির জাতির জীবনে বাংলা পঞ্জিকায় নতুন আরও একটি বছর যোগ হওয়া। অতীত কে মুছিয়ে দিয়ে নতুন এক সময় কে বরণ করে নেওয়ার শিহরণ যেন একটু অন্যরকম ভালোলাগা। নতুন দিন, নতুন সূর্য, নতুন বছর এসেছে ।নতুন বাংলা বছরে চাই সবার জন্য একটি সুন্দর জীবন। সকলের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক নতুন বছর জুড়ে। মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা । নতুন বছরের ভাবনা আমরা সবাই যেন ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, সুন্দর থাকি, সৎভাবে ও নীতিগত দিক থেকে আদর্শ নিয়ে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলি।করোনা মুক্ত হোক এ পৃথিবী ।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বর্ষবরণে মাতলো শহর শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি ঃ আজ বাংলা নববর্ষ। ১৪২৯কে বিদায় জানিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডারে নতুন বছর ১৪৩০কে স্বাগত জানানোর পালা। নতুন জামা, দোকানে হালখাতা,শুভেচ্ছা, মিষ্টিমুখ, নতুন বছরের আবাহনে মেতে উঠেছে বাংলা। বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রতিবারের মতো এবছরও শিলিগুড়ির নৃত্যগোষ্ঠী অর্চকের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন ময়দানের সামনের রাস্তা সুসজ্জিত আলপনা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আজ পয়লা বৈশাখে রয়েছে একাধিক কর্মসূচি। এদিন সকাল থেকেই বাঘাযতীন ময়দানে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হাজার শিল্পীর কণ্ঠে গান। শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে শহরে বেরিয়েছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এদিন এই শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে বেরিয়ে শহরের প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে। এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যান্যরা।

চরক ভেঙে বিপত্তি আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ মেলা চলাকালীন হুরমুড়িয়ে ভেঙে পড়ল চরক। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য বোড়াগাড়ি এলাকায় চড়ক ভেঙে আহত হলেন তিনজন। জানা গিয়েছে,চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় চরক পুজো ও মেলার আযোজন করা হয়েছিল। সেইমতো বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য বোরাগারি এলাকায় চলছিল চড়ক পুজো এবং মেলা। দূর দূরান্তের প্রচুর মানুষ সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন। সেখানে চড়ক ঘোড়ার সাথে সাথেই আচমকা চরক ভেঙে পড়ে যায় দর্শনার্থীদের ওপর। আহত হয় তিনজন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আহত তিনজনের অবস্থা স্থিতিশীল। আহত প্রত্যেকেই চড়ক পূজোর মেলা দেখতে গিয়েছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ধুপগুড়ি থানার পুলিশ।

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সংস্কৃতি প্রেমিদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন

জলপাইগুড়ি ঃ পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে জলপাইগুড়ির সমস্ত স্তরের সংস্কৃতিপ্রেমি মানুষেরা মিলে সৌহার্দ্য যাত্রার আয়োজন করেন শহরে। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ির দিশারি মোড় থেকে বেরিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রা। অসংখ্য মহিলা, পুরুষ ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে শোভাযাত্রায়।নতুন বছরে এই শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সমস্ত স্তরের মানুষকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।বাংলার বিভাজনের বিরুদ্ধে সকলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান জলপাইগুড়ির সংস্কৃতিপ্রেমি মানুষেরা।মানুষের মধ্যে সম্প্রতি গড়ে তোলাই এই উৎসব ও শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মহলের শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমি ব্যক্তিদের নিয়ে এই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে থানা মোড়ে এসে শেষ হয়।

মনস্কামনা মন্দিরে উপচে পড়লো ভক্তদের ঢল

মালদা ঃ বাংলা নববর্ষের দিন মালদা শহরের মনস্কামনা মন্দিরে উপচে পড়লো ভক্তদের ঢল । শনিবার বাংলা বছরের নতুন বর্ষ , সেই উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দিরে সাধারণ ভক্তেরা পুজো দিতে যান। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে মালদা শহরের বহু প্রাচীন মনস্কামনা মন্দির। এদিন সকাল থেকে অসংখ্য ভক্তেরা দেবী মাতার কাছে পুজো দিয়ে নতুন বছরের আনন্দ উপভোগ করেন। একদিকে তীব্র গরম , তার মধ্যেও নববর্ষে ভক্তদের পুজো দেওয়ার ঢল নেমে পড়েছে প্রাচীন এই মন্দিরে।
ভক্তদের বক্তব্য, বাংলা নতুন বছর থেকে প্রতিটা সময় যাতে ভালোভাবে কাটে তার জন্য এদিন মনস্কামনা মন্দিরে দেবী মাতাকে পুজো দিতে এসেছি। সকলের যাতে বাংলা নতুন বছর ভালো কাটে সেই কামনা করে এদিন পুজো দেওয়ার ঢল নামে মালদা শহরের বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে।

ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে পালিত হলো পহেলা বৈশাখ

আলিপুরদুয়ার ঃ জটেশ্বর দুই নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি টি ইউ সি সংগঠনের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে পালিত হলো পহেলা বৈশাখ। শনিবার সকালে ওই সংগঠনের সদস্যরা জটেশ্বর বাস স্ট্যান্ড পথ চলতি মানুষদের নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা ও মিষ্টি মুখ করিয়ে এই উৎসব পালন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জটেশ্বর দুই নং অঞ্চল আই এন টি টি ইউ সির সভাপতি নির্ঝর দত্ত সহ অনেকেই।

টাইমস স্কয়ারে শতকণ্ঠে বাংলা বর্ষবরণ

নিউইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে শতকণ্ঠে ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) শুক্রবার উদযাপন করা হবে ১৪৩০ বাংলা বর্ষবরণ। জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় ২ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) শনিবার বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করবেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

একুশে পদকপ্রাপ্ত নৃত্য সারথি মুক্তিযোদ্ধা লায়লা হাসানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে এ আযোজনে যোগ দিতে আসবেন স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা । কলকাতা থেকে আসবেন কমলিনী মুখোপাধ্যায় ও নন্দনা দেব সেন। মহিতোষ তালুকদার তাপসের পরিচালনায় শতকণ্ঠে দেয় আযোজক সংগঠন এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড।

৯ এপ্রিল নেপালি রেস্তোরায় শতকণ্ঠে বর্ষবরণে অংশগ্রহণকারী দেড় শতাধিক সংস্কৃতি জনের সামনে এ সময় এসব ঘোষণা দেন সংগঠনের সভাপতি বিশ্বজিত সাহা ।

এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল লিটননে সঞ্চালনায় এ সময় বিশ্বজিত সাহা বলেন, বাংলা বছরের প্রথম দিন ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে শত কণ্ঠে গানের মাধ্যমে বছরকে বরণ করে নেয়া হবে সকাল আটটা পর্যন্ত।

রমনার বটমূলের আদলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হবে ১৫ এপ্রিল শনিবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি উদ্বোধন করবেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস উপস্থিত থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদগণ । আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির পরিবেশনা চলবে সকাল ৭টা থেকে একটানা রাত ১০টা পর্যন্ত। এ উপলক্ষে প্রধান সম্পাদক নুরুল বাতেনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হবে দেড় শতাধিক পৃষ্ঠার একটি সমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থ।

সাংবাদিক ও কবি দর্পণ কবীর বলেন, সকল ধর্মাবলম্বীরা এই উৎসবের অংশ। নতুন প্রজন্মকে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতি সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সকল অভিবাসীর এই বর্ষবরণের উৎসবে অংশ নেওয়া উচিত।

গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক সৈয়দ জাকির আহমেদ রনি বলেন, ষাট এর উৎসবের আমেজে বর্ষবরণ প্রচলন শুরু হয় । সেই আমেজ সমুন্নত রেখেই ১৪ এপ্রিল নিউইয়র্কে বর্ষবরণের যে আয়োজন তার সাফল্য আসবে আপনাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আযোজনের অনুষ্ঠান ও মঞ্চ ব্যাবস্থাপক নাট্যজন সীতেশ ধর। বৈশাখী মেলা সমন্বয়ক শিবলী ছাদেক, মঙ্গল শোভাযাত্রা সমন্বয়ক কানিজ ফাতেমা শাওন, ঈদ বাজারের স্টল ব্যাবস্থাপক গীতালি হাওলাদার, আযোজন সমন্বয়ক ইয়াসমীন ফাত্তাহ, কণ্ঠশিল্পী চন্দন চৌধুরী, লেখক ও সাংবাদিক ভায়লা সালিনা এবং এনআরবি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর কার্যনির্বাহী সদস্য তানভীর কায়সার।

শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে আনুক ১৪৩০

ঢাকা ঃ পুরোনো জরা ও গ্লানি ঝেড়ে ফেলে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার দিন আজ। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে চলবে নানা উৎসবআয়োজন। তাতে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে। দোকানিরা সারা বছরের হিসাব মিলিয়ে খুলবেন হালখাতা।

বিভিন্ন স্থানে বসবে বৈশাখী মেলা। বাঙালির জীবনে বছরে একবারই আসে এমন দিন, যা একান্তই আমাদের জাতিসত্তার অংশ। আমাদের বর্ষবরণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবার উৎসব। তবে বর্তমানে এ উৎসব হয়ে উঠেছে কিছুটা শহরকেন্দ্রিক। অথচ গ্রামই এদেশের প্রাণ। গ্রামের মানুষ, মূলত কৃষকরাই বাংলা দিনপঞ্জি অনুসরণ করে থাকেন। বাংলা ঋতুচক্র মেনে করেন চাষাবাদ। সারা দেশে নববর্ষের আনন্দউদযাপন ছড়িয়ে দিতে তাই গ্রামীণ জীবনেও সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে হবে। বর্ষবরণের আয়োজন তাতে হয়ে উঠবে আরও সর্বজনীন। পহেলা বৈশাখ ভোরবেলায় রমনা বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠান বর্ষবরণ উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটিও আমাদের এক ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। ছায়ানট ছাড়াও বর্তমানে বেশকিছু সংগঠনের উদ্যোগে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বর্ষবরণের নানা উৎসবআয়োজন করা হয়ে থাকে। আজকাল কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসছে এ ধরনের অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায়। তবে বর্ষবরণের মূল উৎসবটি হয়ে থাকে রমনা বটমূলের অনুষ্ঠান ঘিরেই। ২২ বছর আগে এই দিনে রমনা বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় প্রাণ হারান নয়জন। আহত হন অনেকে। আট বছর আগে পহেলা বৈশাখে রাজধানীতে নারী লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে। এসব ভালো লক্ষণ নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এবারও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পহেলা বৈশাখের মতো অসাম্প্রদায়িক উৎসবের প্রতি ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর গাত্রদাহ থাকাটাই স্বাভাবিক। আশার কথা, রমনার নৃশংস ঘটনা বাঙালিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগমই এর প্রমাণ। তবে বন্ধ হয়নি অপশক্তির তৎপরতাও। প্রতিক্রিয়াশীলরা গণতন্ত্র, প্রগতি, বাঙালি সংস্কৃতিসবকিছুরই বিরুদ্ধে। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জোরদার করে, প্রগতির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র আরও বিকশিত করেই অপশক্তিকে রুখতে হবে।

বাংলাদেশে একদিনে বিদ্যুৎ সরবরাহে নতুন নতুন রেকর্ড ভারত থেকে এসেছে ১৭১৩ মেগাওয়াট

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিলো ১৫ হাজার ৩০৪ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ভারত থেকে এসেছে ১৭১৩ মেগাওয়াট। এটি বাংলাদেশের একদিনে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের নতুন রেকর্ড। এর আগে, গত মঙ্গলবার রাত ৯টায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ছিলো ১৪ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট। ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি)এর তথ্য উল্লেখ করে বিদ্যুৎ বিভাগ বলেছে, বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় মোট ১৫ হাজার ৩০৪ মেগাওয়াট উৎপাদনের মধ্যে প্রায় ছয় হাজার ৭২ মেগাওয়াট এসেছে বাংলাদেশের গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। আর, পাঁচ হাজার ৬৩৫ মেগাওয়াট এসেছে তরল জ্বালানি ভিত্তিক প্ল্যান্ট থেকে। কয়লাচালিত প্ল্যান্ট থেকে এসেছে দুই হাজার ৬১৮ মেগাওয়াট, হাইড্রো প্ল্যান্ট থেকে এসছে ২৫ মেগাওয়াট এবং আরপিসিএল থেকে এসেছে ১০০ মেগাওয়াট। এছাড়া, ভেড়ামরা সীমান্তে এইচভিডিসির মাধ্যমে ভারত থেকে ৮৩০ মেগাওয়াট, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১২৪ মেগাওয়াট এবং আদানি গ্রুপের গোড্ডা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে এসেছে ৭৫৯ মেগাওয়াট। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারতের আদানি গ্রুপ থেকে আমদানি করা ৭৫৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হওয়ার পর সরবরাহের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলেছে যে ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের গোড্ডায় আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আমদানি করা বিদ্যুতের দাম এখনো নিষ্পত্তি হয়নি, তবে কর্মকর্তারা বলেছেন যে আদানি গ্রুপের বিদ্যুতের শুল্ক প্রতি ইউনিট ১৪ টাকার উপরে হতে পারে। বাংলাদেশর গড় উৎপাদন খরচ ৭ টাকার কম। এখন বাংলাদেশের স্থাপিত গ্রিডের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,০০০ মেগাওয়াটের বেশি।

সুদানের সামরিক বাহিনীর সংঘাতের হুঁশিয়ারিঃ দেশটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন

সুদান ঃ সুদানের সামরিক বাহিনী বৃহস্পতিবার দেশটির শক্তিশালী আধাসামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে সেনাবাহিনীর সম্মতি ছাড়াই রাজধানী খার্তুম ও অন্যান্য এলাকায় আধাসামরিক বাহিনীর সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। সামরিক বাহিনী ও র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফ নামে পরিচিত আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে দেশটির গণতান্ত্রিক রূপান্তর পুনরুজ্জীবিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্বিত হচ্ছে। সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে,খার্তুম ও দেশের অন্যান্য স্থানে আরএসএফ গঠন সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বের অনুমোদন বা সমন্বয় ছাড়াই করা হয়েছে যা সুস্পষ্ট ভাবে আইনের লঙ্ঘন। সম্প্রতি আধাসামরিক বাহিনী সুদানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর মেরোভের কাছে সেনা মোতায়েন করেছে। এছাড়াও বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায় যে আরএসএফসশস্ত্র যানবাহনগুলি আরও দক্ষিণে খার্তুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরএসএফকে কীভাবে সামরিক বাহিনীতে একীভূত করা উচিত এবং প্রক্রিয়াটি কোন কর্তৃপক্ষের তদারকি করা উচিত সে বিষয়ে মতবিরোধ নিয়ে সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে সর্বসাম্প্রতিক উত্তেজনা চলছে । একীভূতকরণ হচ্ছে সুদানের অস্বাক্ষরিত রূপান্তরণ চুক্তির একটি মূল শর্ত।

পহেলা বৈশাখে একাকার ঈদের অর্থনীতি

ঢাকা ঃ এবার যেন নববর্ষ আর ঈদ একাকার হয়ে গেছে। অন্য বছর পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে বা পহেলা বৈশাখকে ঘিরে যে বেচাকেনা হয় এবার ঈদের কেনাকাটাও যোগ হয়েছে তার সঙ্গে । ২০২২ সালে বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মুঈদ রহমান এক গবেষণা প্রবন্ধে বলেছেন, পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে কমপক্ষে পাঁচ হাজার ৫০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়। তার মতে, দেশের এক কোটি মানুষ আনুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। তাদের বৈশাখি ভাতার পরিমাণ দুই থেকে ১৬ হাজার টাকা। এই এক কোটি পরিবার সেই ভাতা খরচ করলে তার পরিমাণ হয় তিন হাজার কোটি টাকা। আর গ্রাহকদের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নববর্ষ বরণ করে এরকম প্রতিষ্ঠান আছে ২৫ হাজার। তারাও গড়ে ১০ হাজার টাকা খরচ করলে তার পরিমাণ দুই হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এই হিসেবেও পহেলা বৈশাখের অর্থনীতির মোট আকার দাঁড়ায় পাঁচ হাজার ৫০০ কোটি টাকার। তিনি বলেন, এবার করোনামুক্ত পহেলা বৈশাখ, তাই এই আকারটি আরো বড় হওয়ার কথা। কারণ, সাধারণ হিসাবের বাইরে গ্রামীণ অর্থনীতি আছে। যেকোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে সঠিক পরিকল্পনা নিলে অর্থনীতিতে তার ব্যাপক ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। তার কথায়, পহেলা বৈশাখে দেশীয় পণ্য, কাপড়চোপড়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি থাকে। তাই এটা হতে পারে দেশীয় পণ্যের জন্য একটি সুসময়। এছাড়া, নানা খাদ্যপণ্য ও গ্রামীণ ও শহুরে মেলায় অনেক টাকার লেনদেন হওয়ার কথা। তবে তিনি মনে করেন, পহেলা বৈশাখ নিয়ে গত এক দশক ধরে একটি ধর্মীয় বিতর্ক তৈরির চেষ্টা চলছে। ২০৩০ বছর আগেও এমন ছিল না। পহেলা বৈশাখ হলো একটি সার্বজনীন উৎসব। তাই এর অর্থনীতিসহ সব ধরনের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ওই বিতর্ক বেড়ে গেলে এর সম্ভাবনা কমে যাবে। এবার রোজার মধ্যে ঈদের মাত্র কয়েকদিন আগে পহেলা বৈশাখ। ফলে দুইটি উৎসবকে আলাদা বাজেটে রাখেননি অনেকেই। বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি এবং এফবিসিআইর সাবেক সহসভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, সাধারণভাবে পহেলা বৈশাখকে ঘিরে চার হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। কিন্তু এবার রোজার মাসে পহেলা বৈশাখ, আবার সামনেই ঈদ, ফলে দুইটি উৎসব এক হয়ে গেছে।আর দ্রব্যমূল্য অনেক বেশি হওয়ায় মানুষ আগের চেয়ে কম কিনছেন। বাজেট কাটছাঁট করছেন। এবার হয়তবা দুই হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হবে বাংলা নববর্ষে। বাংলাদেশে ঈদুল ফিতরে সাধারণভাবে এক লাখ ৭০৮০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। হেলাল উদ্দিন বলেন, এবার ঈদে এই পরিমাণ লেনদেনও হতে পারে। কারণ, মানুষের খাবার কিনতেই আয়ের প্রায় পুরোটা শেষ হয়ে যায়। ফলে সবাই যে ঈদের পোশাক কিনতে পারবেন, তা বলা যায় না। সবাই কম খরচ করতে চাইছেন। ফ্যাশান হাউজ 'বেণেবউ' শাড়ি আর বাচ্চাদের পোশাক তৈরি করে। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা মুনমুন বলেন, আমাদের বিক্রি ভালোই। তবে যারা কিনছেন, তারা ঈদের পোশাক কিনছেন। পহেলা বৈশাখের জন্য আলাদা করে কিনেছেন অনেক কম মানুষ। দুইটি উৎসব একই সময়ে হওয়ায় হয়তো এরকম হয়েছে। তার কথা, এবার নানা কারণে বাংলা নববর্ষে লোকজন আগের চেয়ে কম বাইরে বের হয়েছেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি। আগে যেমন ওই এলাকায় তিল ধারণের জায়গা থাকতো না। এবার গিয়ে দেখি তত ভিড় নেই। হতে পারে রোজা আর গরমের কারণে এরকম হয়েছে। তবে যেসব ফ্যাশন হাউজ শুধু দেশীয় পোশাক তৈরি করে তাদের পহেলা বৈশাখের বিক্রি ভালো বলে জানা গেছে। ফতুয়া, পাঞ্জাবি আর তাঁতের শাড়ির চাহিদা বেশি। তাদের টার্গেটও থাকে পহেলা বৈশাখ।

৮৮ বছর বয়সী ভক্তের স্বপ্ন পূরণে বাড়িতে ছুটে গেলেন ধোনি

চেন্নাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ ৮ থেকে ৮০কে নেই মহেন্দ্র সিং ধোনির ভক্তের তালিকায়! ভালোবেসে সব বয়সী ভক্তরা ধোনিকে ডাকেন 'থালা' নামে। তাঁদের প্রিয় থালাও তাঁদের ভালোবাসাকে গুরুত্ব দেন। তা না হলে কী আর ৮৮ বছর বয়সী ভক্তের স্বপ্ন এভাবে পূরণ করেন। সম্প্রতি চেন্নাইয়ে ৮৮ বছর বয়সী ভক্তের সঙ্গে দেখা করেছেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। সেই ভক্তের স্বপ্ন পূরণ করতে ছুটে গেছেন তাঁর বাড়িতে।

ধোনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছেন বছর চারেক আগে। ঘরোয়া অন্য কোনো প্রতিযোগিতায় তাঁকে না দেখা গেলেও খেলেন শুধু আইপিএলে। ৪১ বছর বয়সেও চেন্নাইয়ে অধিনায়কত্বের ভার তাঁর কাঁধেই। আইপিএল নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যেই ধোনি সেই ভক্তের সঙ্গে দেখা করেছেন।

ধোনির এই ভক্ত দক্ষিণি সিনেমার অভিনেত্রী খুশবু সুন্দরের শাশুড়ি। এই অভিনেত্রী ধোনির সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির ছবি পোস্ট করেন।

সেই রেকর্ডের কথা ধোনি নিজেই জানতেন না নির্দিষ্ট কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ২০০ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করা প্রথম অধিনায়ক ধোনি গতকাল সেই ছবি পোস্ট করে এই অভিনেত্রী লিখেছেন, 'নায়ক তৈরি করা যায় না, তারা জন্মায়। ধোনি সেটা প্রমাণ করেছে। থালা ধোনির আন্তরিকতায় আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ধোনি আমার ৮৮ বছর বয়সী শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করেছে। মাহি, তুমি তাঁর জীবনে আরও অনেক বছর সুস্থ ও সুখে থাকার আনন্দ যোগ করেছ। ধোনি, তোমাকে প্রণাম। চেন্নাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা এটা সম্ভব করার জন্য।'

চেন্নাই সুপার কিংস আইপিএলে তাদের সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে, ঘরের মাঠে। সেই ম্যাচে ১৭ বলে ৩২ রান করে দলকে জেতাতে পারেননি ধোনি। চলতি আসরে সব মিলিয়ে ৪ ম্যাচে ২ জয় আর ২ হার নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ৫ নম্বরে আছে ধোনির চেন্নাই।

'ডোন্ট কেয়ার' মানসিকতায় ভারতীয় সমর্থকদের মুখ বন্ধ করেছেন হ্যারি ব্রুক

কলকাতা ঃ বয়স মাত্র ২৪ বছর। এর মধ্যে কত চাপই না নিতে হচ্ছে ইংলিশ ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুককে! মাঠে বোলারদের চোখে চোখ রেখে লড়াই তো আছেই, লড়তে হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমর্থদের সঙ্গেও।

এই যুগে এসে অবশ্য এই লড়াই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। সে কারণেই মাঠে খেলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটারদের বুঝেশুনে 'খেলতে' হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও। ব্রুক যে সেই খেলাটাও ভালোই খেলছেন সেটা তো এখন বলাই যায়? না মানে কাল আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি করার পর তাঁর কথা শুনলে তো অন্তত তাই মনে হবে।

আইপিএলে ব্রুক এবারই প্রথম খেলছেন। প্রথমবারই এসেছেন নিলামের টেবিলে ঝড় তুলে। সে কারণেই প্রত্যাশা বোধ হয় একটু বেশি। তাই বলে মাত্র তিন ম্যাচে খারাপ করার পরই সমালোচনা! ইংলিশ এই ক্রিকেটার যে এমন সমালোচনায় কিছুটা চাপে পড়েছিলেন, তা নিজেই স্বীকার করেছেন। আবার চাপ থেকে মুক্তির উপায়টাও কিন্তু নিজেই বের করেছেন। কাল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ইডেন গার্ডেনসে ওপেন করতে নেমে ৫৫ বলে ১০০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ব্রুক। দলকে এনে দেন ২৩ রানের জয়। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কাল দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করা ব্রুকই হয়েছেন ম্যাচসেরা।

চাপে পড়েও কীভাবে ব্রুক সফল হয়েছেন, সেটা শুনুন তাঁর মুখেই, 'প্রথম কয়েক ম্যাচের পর সত্যি বলতে নিজের ওপর একটু চাপই নিয়ে ফেলেছিলাম। সামাজিক মাধ্যমে ঢুকলেই দেখতে হতো লোকে আমাকে রাবিশ বলছে। তবে আজকে আমি মাঠে নেমেছিলাম ডোন্ট কেয়ার মানসিকতা নিয়ে।' ব্রুকের সমালোচক কারা? সেই উত্তর আলাদাভাবে খোঁজার দরকার নেই। ইংলিশ এই ক্রিকেটার সেই উত্তর নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। পিএসএলে সেঞ্চুরি করা ব্রুক আইপিএলে যখন রান পাচ্ছিলেন না, ভারতীয় সমর্থকেরাই মূলত ব্রুকের সমালোচনায় মেতেছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছিলেন 'ওভাররেটেড' তকমা।

পিএসএল ও আইপিএলের পার্থক্য তুলে ধরতে অনেকেই ব্রুকের উদাহরণ টানছিলেন। সেঞ্চুরি করার পর ব্রুকও ভারতীয় সমর্থকদের ছাড় দেননি, 'ভারতীয় সমর্থকদের অনেকেই আজকে আমাকে বলবেন 'ওয়েল ডান'। তবে তারাই কয়েক দিন আগে আমাকে ধুয়ে দিচ্ছিলেন। সত্যি বলতে তাদের চুপ করিয়ে দিতে পেরে আমি খুশি।'

অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্ব ক্রিকেটেই সবচেয়ে আলোচিত নামগুলোর একটি হয়ে উঠেছেন ব্রুক। ৬ টেস্ট খেলেই করেছেন ৪টি সেঞ্চুরি। সঙ্গে ফিফটি আছে আরও ৩টি। টেস্টে তার গড় এখন ৮০.৯০। জানিয়ে রাখা ভালো, টেস্টে তার স্ট্রাইক রেট, ৯৮.৭৭! টেস্টে দুর্দান্ত খেলা ব্রুকে যে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও কতটা ঝড় তুলতে পারেন, তার নমুনা অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। শুধুই তো ১৩ কোটি ২৫ লাখ টাকাতে ব্রুককে দলে নেয়নি সানরাইজার্স হায়দরবাদ।

হাকিমির সম্পদের অর্ধেক দাবি স্ত্রীর, কিন্তু হাকিমি 'নিঃস্ব', সব সম্পত্তি মায়ের নামে

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ভালোই বিপদে পড়েছেন আশরাফ হাকিমি। প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে এক নারীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এবং সেই ঘটনার জের ধরে স্ত্রীর তালাকের আবেদন-সব মিলিয়ে কঠিন সময় পার করছেন মরক্কোর এই তারকা ফুটবলার। হাকিমির বিপদ অবশ্য এখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। যৌন নির্যাতন ও তালাকের ঘটনা পেরিয়ে সেটি এখন অর্থসম্পদ ভাগাভাগিতে গিয়ে ঠেকেছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, হাকিমির স্ত্রী হিবা আবুক স্বামীর কাছ থেকে তাঁর সম্পদের অর্ধেক দাবি করেছেন। কিন্তু সেই দাবি সামনে এনে তিনি যা জানতে পেরেছেন, তা পিলে চমকানোর মতোই। ফরাসি ম্যাগাজিন ফার্স্ট ম্যাগের বরাত দিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, হিবা তালাকের আবেদনে হাকিমির সম্পদের অর্ধেকটা দাবি করেছেন। কিন্তু এরপর তিনি জানতে পারেন, হাকিমির সম্পদের কোনো কিছুই তাঁর নামে নেই। হাকিমির প্রায় সব সম্পত্তি তাঁর মায়ের নামে। কয়েক বছর ধরে হাকিমির বেতনও নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসছেন তাঁর মা। এদিকে হিবার সম্পদ দাবি করার ঘটনা স্পেন, ফ্রান্স ও মরক্কোয় বেশ আলোড়ন তুলছে। অনেকের মতে, হিবার নিজের ভরণপোষণের জন্য হাকিমির অর্থসম্পদের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। হাকিমির অবশ্য প্রাচুর্যের কমতি নেই। আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি বেতনধারী ফুটবলারদের মধ্যে হাকিমির অবস্থান ৬ নম্বরে। এক হিসাবে জানা গেছে, তাঁর সম্পদের পরিমাণ ২৪ মিলিয়ন ডলার। হাকিমি প্রতি মাসে পিএসজি থেকে পেয়ে থাকেন ১ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এই বেতনের কেবল ২০ শতাংশ হাকিমি পেয়ে থাকেন। বাকিটা চলে যায় তাঁর মায়ের অ্যাকাউন্টে। সব মিলিয়ে হাকিমির এই সম্পদের ৮০ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর মা। অন্যদিকে, হাকিমির চেয়ে ১২ বছরের বড় স্ত্রী হিবার সম্পদের পরিমাণ ২ মিলিয়ন ডলারের মতো। হাকিমির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর হিবা সাবেক স্বামী কাছ থেকে ৮.৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পেতে পারতেন। কিন্তু হাকিমির সম্পত্তি তাঁর মায়ের নামে হওয়ার পুরো ব্যাপারটিই এখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। এর আগে ২৪ বছর বয়সী এক নারী হাকিমির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন। গত শনিবার প্যারিসে হাকিমি নিজের বাসায় তাঁকে ধর্ষণ করেন-এই অভিযোগ করেছেন সেই নারী। তবে এ ঘটনায় স্ত্রী হিবা তালাক চাইলেও নিজের দেশ ও ক্লাবের পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছেন হাকিমি।

'পুলিশের অবিচারের' প্রতিবাদে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা তিউনিসিয়ার ফুটবলারের

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ 'পুলিশের অবিচারের' প্রতিবাদে গায়ে আগুন দিয়েছিলেন তিউনিসিয়ার পেশাদার ফুটবলার নিজার ইসাউয়ি। শরীর তৃতীয় মাত্রায় পুড়ে যাওয়ার পর ৩৫ বছর বয়সী এ ফুটবলারকে আর বাঁচানো যায়নি। মারা গেছেন তিউনিসিয়ার শীর্ষ স্তর থেকে নিচু স্তরে ক্লাবে খেলা নিজার ইসাউয়ি।

হাকিমি ও হিবা যখন একসঙ্গে ছিল সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, তিউনিসিয়ার শীর্ষ লিগের দল ইউএস মনতাসিরে খেলেছেন ইসাউয়ি। মৃত্যুর আগে ফ্রি এজেন্ট হয়ে পড়েছিলেন। খেলতেন অপেশাদার লিগে। চার সন্তানের জনক ইসাউয়ির আত্মহত্যায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে দেশটির হাফৌজ অঞ্চলে তরুণেরা প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। পুলিশের প্রতি পাথর ছুড়ে মারেন তাঁরা। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, তিউনিসিয়ার মধ্যাঞ্চলের প্রদেশ কাইরাউনের হাফৌজ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গায়ে আগুন দেন ইসাউয়ি। প্রতি কেজি কলা ১০ দিনারের কমে কিনতে পারেননি ইসাউয়ি। সেই অঞ্চলের পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ জানানোর পর পুলিশই উল্টো তাঁকে 'সন্ত্রাসী' কার্যক্রমের জন্য অভিযুক্ত করে। এএফপি জানিয়েছে, কলার দাম দ্বিগুণ করেছে তিউনিসিয়া সরকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসাউয়ির একটি ভিডিও সেলফি ছড়িয়ে পড়েছে। ইসাউয়ি সেখানে চিৎকার করে বলেছেন, '১০ দিনারে কলা বিক্রি করছে, এমন কারও সঙ্গে বাদানুবাদের পর পুলিশ স্টেশন আমাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অভিযুক্ত করেছে। হ্যাঁ, কলা নিয়ে অভিযোগের জন্য এটা বলা হয়েছে।'

জানানো হয়েছে, মৃত্যুর আগে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন ইসাউয়ি। সেখানে তিনি বলেছেন, নিজের জন্য 'আগুনে পুড়ে মৃত্যুর' রায় চূড়ান্ত করেছেন, 'আমার আর শক্তি নেই। এই পুলিশি রাষ্ট্রকে জানতে দিন রায়টা আজই কার্যকর করা হবে।'

এএফপি জানিয়েছে, গত সপ্তাহের শুরুতে গায়ে আগুন দেন ইসাউয়ি। স্থানীয় কাইরাউন অঞ্চলের হাসপাতাল

থেকে তাঁকে তিউনিসিয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচাতে পারেননি বলে এএফপিকে জানিয়েছেন ইসাউয়ির ভাই রিয়াদ, 'সে গতকাল (বৃহস্পতিবার) মারা গেছে। আজ (শুক্রবার) সমাহিত করা হবে।'

এ ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে ভিড় জমিয়ে প্রতিবাদ জানায় উত্তেজিত জনতা। তবে তিউনিসিয়ার প্রশাসনের তরফ থেকে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, ইসাউয়ির পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'পুলিশের অবিচার'-এর প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

কাল হাজারো মানুষ ইসাউয়ির বাড়িতে ভিড় জমান। সেখানে তাঁর শেষকৃত্যে স্লোগান ধরেছে উত্তেজিত জনতা, 'নিজার, তোমার জন্য আমরা নিজেদের রক্ত ও জীবন দিয়ে আত্মত্যাগ করব।' স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইসাউয়ির শেষকৃত্যেও পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ হয়।

ইসাউয়ির এই প্রতিবাদ মনে করিয়ে দেয় মোহাম্মদ বাওয়াজিজিকে। ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর পুলিশের দুর্নীতির প্রতিবাদে তিউনিসিয়ার সিদি বাওজিদ এলাকার ফুটপাতের সবজি বিক্রেতা মোহাম্মদ বাওয়াজিজি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেন। সেই ঘটনা থেকে জন্ম আরব বসন্তের। ২৬ বছর বয়সী বাওয়াজিজির আত্মাহুতির খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তিউনিসিয়ায়। শুরু হয় আন্দোলন। তীব্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন দেশটির প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদিন বেন আলী। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা বেন আলীর শাসনামলের ইতি ঘটে। তিউনিসিয়ার বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দীর্ঘদিন ক্ষমতাসীন থাকা শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে বাহরাইন, মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনে। তিউনিসিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে 'দ্য অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের' (ওইসিডি) একটি তথ্য জানিয়েছে আলজাজিরা। দেশটি অর্থনৈতিকভাবে স্মরণকালের মধ্যে বাজে সময় পার করছে। খাদ্য অপ্রতুল হয়ে পড়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে ১১ শতাংশ। এদিকে আইএমএফ থেকে ১৯০ কোটি ডলার ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করছে তিউনিসিয়ার সরকার।

দুইশ স্ত্রী, শতকোটি টাকা এবং হাজারো কর্মচারী নিয়ে সপ্তম নিজাম মীর উসমান আলীর বিলাসী জীবনের কাহিনী

হায়দারাবাদ ঃ হায়দরাবাদের অষ্টম ও শেষ নিজাম মুকাররম জাহ সুইজারল্যান্ডে এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলেন। সেটা আশির দশকের ঘটনা। সেই জ্যোতিষী ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে মুকাররম জাহ ৮৬ বছর বয়সের আগে মারা যাবেন না। নিজাম তার জীবনীকার, খ্যাতনামা সাংবাদিক জন জুবরিস্কির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমার দাদু মীর উসমান আলি খাঁ যদি চেন স্মোকার হওয়া সত্ত্বেও রোজ ১১ গ্রাম করে আফিম খেয়ে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবেই তার থেকে বেশি দিন বাঁচব।

মুকাররম জাহ ২০২৩ সালে যখন মারা যান, তার বয়স হয়েছিলেন ৮৯ বছর।

তুরস্কের আনাতোলিয়ায় একটা তিন কামরার ফ্ল্যাটে মৃত্যু হয় নিজামের। তার দেখাশোনা করতেন একজন নার্স, একজন রাঁধুনি আর একজন পরিচারক।

শেষ নিজামের নানা ছিলেন শেষ খলিফা তার প্রতিবেশীরাও জানত না যে নিজাম মুকাররম জাহের নানা ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ 'খলিফা' দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ।

'খলিফা'কে যখন ১৯২৪ সালে দেশ ছাড়তে হয়, তারপর তিনি সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নেন। তার একমাত্র কন্যা দুরুশেভরের সঙ্গে মুকাররম জাহের পিতা প্রিন্স আজমের বিবাহ হয়েছিল।

তবে তার পিতাকে নিজামের সিংহাসনে না বসিয়ে মীর উসমান আলি নাতি মুকাররম জাহকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

মুকাররম জাহ যখন ১৯৬৭ সালে অষ্টম নিজাম হিসাবে সিংহাসনে আরোহন করেন, উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এক ডজনেরও বেশি প্রাসাদ, মুঘল আমলের শিল্পকর্ম, কয়েকশো কিলোগ্রাম সোনারূপার গহনা, হীরে আরও অজস্র অমূল্য ধনসম্পদ পেয়েছিলেন।

সেই সম্পত্তি থেকে চার হাজার কোটি টাকা তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মুকাররম জাহের জীবনীকার জন জুবরিস্কি তার বই 'দা লাস্ট নিজাম ঃ রাইজ এন্ড ফল অফ ইন্ডিয়াজ গ্রেটেস্ট প্রিন্সলি স্টেট' - এ লিখেছেন, মুকাররম খুব গর্বের সঙ্গে একটা কাহিনী বলতেন যে কীভাবে তার পূর্বপুরুষ, প্রথম নিজাম রাতের প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে গোলকোন্ডা দুর্গ খুলিয়ে মুঘলদের দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সাহায্য করেছিলেন।

তারপরে উটের পিঠে চাপিয়ে সোনারূপা, হীরে জহরত ঔরঙ্গজেবের দরবারে পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু মুকাররম জাহ যখন মারা যান, তার আগে থেকেই নিজামের সম্পত্তি নিয়ে ডজন খানেক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আদালতে মামলা চলছিল। সেই সব মামলার শুনানি এখনও চলছে।

মুকাররম জাহের চার হাজার কোটি টাকা উড়িয়ে দেওয়ার কাহিনী বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের পাতায়।

তার দাদু মীর উসমান আলি নিজের ছেলে প্রিন্স আজমকে নিজাম না করে উত্তরাধিকারী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন নাতি মুকাররমকে।

মীর উসমান আলির জীবনীকার ডিএফ ক্রাকা 'ফেবুলাস মুঘল' বইতে লিখেছেন, উসমান আলি খানের একটা প্রাসাদ ছিল কিং কোঠি নামে। ১৯২০ সালে ওই প্রাসাদে তার ২০০ জন স্ত্রী থাকতেন, আর ১৯৬৭ সালে তার মৃত্যুর সময়ে সংখ্যাটা কমতে কমতে ৪২ জনে এসে ঠেকেছিল।

আবার জন জুবরিস্কিকে সাক্ষাতকার দেওয়ার সময়ে মুকাররম জাহ জানিয়েছিলেন যে তার দাদু মীর উসমান আলি প্রতি সন্ধ্যায় ওই প্রাসাদের বাগানে পৌঁছতেন। তার আগেই সব স্ত্রীরা সেখানে হাজির হয়ে যেতেন। যার কাঁধে সপ্তম নিজাম সাদা রুমাল রাখতেন,সেই স্ত্রীই হতেন সেরাতের শয্যাসঙ্গিনী। রাত নটায় মীর উসমান আলির শয়নকক্ষে পৌঁছে যেতেন সেই রাতের রাণী সাহেবা।

এরফলে মীর উসমান আলির সন্তান আর নাতিনাতনীর সংখ্যা তার মৃত্যুর সময়েই হয়ে গিয়েছিল প্রায় একশো। আর ২০০৫ সালে সেই সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে ৫০০ ছাড়িয়ে যায়।

তারা প্রায় সকলে শেষ নিজাম মুকাররম জাহের বিরুদ্ধে সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে মামলা করেছেন।

১৯৫০ সালে মীর উসমান আলির সম্পত্তি ছিল ১৩৫ কোটি টাকা। এরমধ্যে ৩৫ কোটি টাকা ছিল নগদ, হীরে জহরত ছিল পাঁচ কোটির আর প্রাসাদ এবং অন্যান্য সম্পত্তির পরিমাণও ছিল প্রায় একই।

নিজামের সম্পত্তি নিয়ে চলতে থাকা মামলার সময়ে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সময়ে আদালতে যে হিসাব দিয়েছে, তাতে সর্বশেষ মূল্যায়ন করে দেখা গেছে এর পরিমাণ প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মুকাররম জাহ লন্ডনের হ্যারো স্কুলে পড়তেন। তিনি তার এক বন্ধু রশিদ আলি খানকে বলেছিলেন, আমি এক স্বাধীন মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই। তাই আমার যত শখ আছে, সব পূরণ করতে চাই আমি। যুক্তরাজ্য আর ইউরোপে তিনি কখনও সেতু তৈরির প্রকৌশল শিখছেন, কখনও আবার ল্যান্ডমাইন বিছানো শিখছেন।

১৯৫৮ সালে ইস্তানবুলে ছুটি কাটানোর সময়ে মুকাররম জাহের সঙ্গে পরিচয় হয় এসরা ভার্জিন নামে এক নারীর। তারা লন্ডনের কেনসিংটন কোর্টে সবার অজান্তে বিয়ে সেরে ফেলেছিলেন।

১৯৬৭ সালে যখন সপ্তম নিজাম মীর উসমান আলির মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই মুকাররম জাহের সবথেকে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিজাম শাহীর বিপুল খরচ।

এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন, আমার দাদুর কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৪,৭১৮। এছাড়াও তার ৪২ জন জীবিত স্ত্রী আর তাদের প্রায় ১০০ জন সন্তান সন্ততি - সবার খরচের দায়িত্ব এসে পড়ে আমার কাঁধে।

হায়দরাবাদের চৌমহল্লা প্যালেস পরিসরে ৬,০০০ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল আর সব মহল মিলিয়ে প্রহরীই ছিল প্রায় ৫,০০০। নিজামের পাকশালায় প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ মানুষের রান্না হত। কিছু কর্মচারী সেই খাবার লুকিয়ে বাইরের হোটেল রেস্তরাঁয় বিক্রি করে দিত, বলেছিলেন মুকাররম জাহ।

নিজামের গ্যারেজে অনেকগুলো রোলস রয়েস গাড়ি ছিল। সব গাড়ির পেট্রলের বার্ষিক খরচই ছিল ৯০,০০০ ডলার।

সিংহাসনে আরোহণের পরের বছরই মুকাররম জাহ প্রথম ধাক্কা খেলেন, যখন অন্ধ্র প্রদেশ হাইকোর্ট রায় দিল যে সব সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

ওই মামলাটা দায়ের করেছিলেন মুকাররম জাহের বোন শাহজাদী পাশা। তিনি ছিলেন অবিবাহিত।

দুবছরের মধ্যেই তার স্ত্রী এসরা এবং তাদের সন্তানরা যুক্তরাজ্যে ফিরে যান।

বহু বছর পরে তার প্রথম স্ত্রী এসরা মুকাররম জাহের জীবনীকার জন জুবরিস্কিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, মুকাররমের ইচ্ছা ছিল হয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন, অথবা মোটর মেকানিক হবেন। তার ধারণা ছিল বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারগুলো ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের ওপরে ভরসা করে, তাদের পরামর্শ নিয়ে সামলে নেওয়া যাবে। তিনি এসব কাজের জন্য উপযুক্ত নন বলেই মনে করতেন মুকাররম।

হায়দরাবাদে নিজাম মুকাররম জাহের হঠাৎ মনে পড়ল হ্যারো আর কেমব্রিজে তার সহপাঠী - বন্ধু জর্জ হাবডের কথা। তিনি সেসময়ে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতে ডাক্তারি করেন। তার সঙ্গে দেখা করতে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দিলেন নিজাম।

এখান থেকেই তার জীবন একটা নতুন মোড় নিল আর হায়দরাবাদে তার বিষয় সম্পত্তি দূরে চলে যেতে শুরু করল।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরের আশপাশটা নিজামের খুব পছন্দ হয়ে গেল। সেখানে একটা ফার্ম হাউস কিনে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মুকাররম জাহ বলেছিলেন, মার্চিসান নদীর নীল জল বয়ে যেত আমার ফার্মের মাঝ দিয়ে। আবার লাল স্যান্ডস্টোনের একটা টিলাও ছিল ফার্মের মধ্যেই। আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ত, যখন দাদুর সঙ্গে হায়দরাবাদের কাছেই পাহাড় জঙ্গলে শিকারে যেতাম।

সেই সময়েই মুকাররম হেলেন সিমেন্স নামে এক অস্ট্রেলীয় নারীকে বিয়ে করেন। তার এইডসে মৃত্যু হয়েছিল। ওই বিবাহে মুকাররমের দুটি সন্তান হয়েছিল। ছোট ছেলে প্রিন্স উমর জাহ মাত্রাতিরিক্ত মাদক সেবন করার ফলে মারা গিয়েছিলেন।

মুকাররম জাহের মন প্রাণ জুড়ে তখন অস্ট্রেলিয়ার সেই ফার্ম হাউস। পাঁচ হাজার একর জমির ওপরে তৈরি সেই ফার্ম হাউসের নাম ছিল মার্চিসন হাউস স্টেশন। এর একদিকে পাহাড় আর গুহা, অন্যদিকে ভারত মহাসাগর।

এদিকে ভারতে তার বিষয় সম্পত্তি অন্যদের দখলে চলে যেতে শুরু করেছে। সম্পত্তি ভাগাভাগি হচ্ছে একদিকে আর মুকাররম জাহ অস্ট্রেলিয়াতে লাখ লাখ ডলারের সম্পত্তি কিনে চলেছেন।

সেসবের মধ্যে ছিল একটা জাহাজ, বিশ্বের সবথেকে বড় বুলডোজার, ল্যান্ডমাইন খুঁজে বের করার যন্ত্র আর একটা সোনার খনি।

তার জীবনীকার জন জুবরিস্কির মতে, ক্রমবর্ধমান খরচের পরিমাণ সামাল দেওয়ার জন্য মুকাররম দামী হীরে জহরত নিয়ে গিয়ে সুইজারল্যান্ডে বিক্রি করছেন যাতে তার কর্মচারীদের বেতন অথবা দামী হোটেল খানাপিনার খরচ উঠে আসে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তার খরচ দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে চলেছে। কিছু মানুষ তার অর্থ তছরুপ করতেও শুরু করেছে। একদিকে পাওনাদারদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছেন নিজাম, অন্যদিকে ভারত সরকার নিজাম ট্রাস্টের দামী গহনা আর অন্য সামগ্রী বিদেশে নিলামে চড়ানোর ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারী - নিজাম ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছিলেন।

১৯৯৬ সালে তাকে অস্ট্রেলিয়া আর ইউরোপের জমিসম্পত্তি প্রথমে বন্ধক রাখতে হল, আর তারপরে বিক্রি করে দিতে হল। সেই অর্থ দিয়ে পাওনাদারদের বকেয়া মেটাতে হল। তার জাহাজটা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল আর গাড়িগুলো আর সেই বৃহদাকার বুলডোজার নিলামে বিক্রি হয়ে গেল।

সেবছরই এক শুক্রবার নিজাম মুকাররম শাহ তার সচিবকে বললেন যে তিনি নামাজ পড়তে যাচ্ছেন।

তারপর থেকে তাকে আর অস্ট্রেলিয়াতে দেখা যায় নি।

তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার হাত থেকে বাঁচতে তিনি পালিয়ে তুরস্কে চলে যান। সেখানেই আমৃত্যু ছিলেন তিনি।

আরও দুবার বিয়ে করেছিলেন শেষ নিজাম, যেগুলো খুব বেশিদিন টেঁকে নি।

ভারত সরকার ২০০২ সালে নিজাম ট্রাস্টের কাছ থেকে নেওয়া গয়নার জন্য ২২ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা ছিল বাজারের মূল্যের চারভাগের একভাগেরও কম।

মৃত্যুর পরে মুকাররম জাহকে হায়দরাবাদে এনে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে কবর দেওয়া হয়। জীবিত অবস্থায় তিনি শেষবার হায়দরাবাদে এসেছিলেন ২০১২ সালে।

তার কিছুদিন পরে জীবনীকার জন জুবরিস্কি নিজামকে প্রশ্ন করেছিলেন, জীবনে কোনও আক্ষেপ রয়েছে কী না।

আনাতোলিয়ার এক ক্যাফেতে টার্কিশ চা পান করতে করতে নিজাম মুকাররম জাহ বলেছিলেন, হ্যাঁ, একটা আক্ষেপ আছে। যুক্তরাজ্যে আমার এক বন্ধু সন্ধান দিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা ভাঙ্গাচোরা ডুবোজাহাজের। সে জানতে চেয়েছিল যে আমার ওটা কেনার ইচ্ছা আছে কী না। আমি সম্মতি দেওয়াতে কথাবার্তা কিছুটা এগিয়েওছিল, কিন্তু কেনা আর হয় নি।

মাতারবাড়ী ঘিরে জাপানি শিল্পাঞ্চলের প্রস্তাব উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক নাকি রাজনৈতিক?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ীতে নির্মাণাধীন গভীর সমুদ্রবন্দরকে ঘিরে নতুন একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছে জাপান, যেখানে মূলত নেপাল, ভুটান ও ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে রপ্তানির জন্য পণ্য উৎপাদন করা হবে। এ কারণে গভীর সমুদ্রবন্দর ছাড়াও পণ্য সরবরাহের জন্য সেখানকার সার্বিক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে চায় দেশটি।

গত মাসেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার ভারত সফরের সময় বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে এই শিল্পাঞ্চলের প্রস্তাব উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। জাপানি গণমাধ্যমেও এ বিষয়টি ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে ত্রিপুরার আগরতলায় ভারত, বাংলাদেশ ও জাপানি কর্মকর্তাদের সভাও হয়েছে এ বিষয়ে। ওই সভার পর ভারতে জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোশি সুজুকি রয়টার্সকে বলেছেন যে , এটা ভারত ও বাংলাদেশের জন্য উইন উইন পরিকল্পনা হবে।

অর্থাৎ তার মতে দু'দেশই এ পরিকল্পনা থেকে সমভাবে লাভবান হবে। আগরতলার ওই বৈঠকে জাপানের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতের মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি। আর সভায় যোগ দেয়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন এ পরিকল্পনা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর পাশাপাশি জাপান ও অন্য দেশ থেকে বিনিয়োগ আনতে সহায়তা করবে।

এদিকে ভারতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরপর জাপান বাংলাদেশকে তিনটি প্রকল্পের জন্য ১২৭ কোটি ডলার অর্থায়নের অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দরও আছে। ২০২৭ সাল নাগাদ এই সমুদ্রবন্দর চালু হতে পারে। জাপান আশা করছে ওই সমুদ্রবন্দর বাংলাদেশের ঢাকা ও ভারতীয় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে যুক্ত করে বড় শিল্পাঞ্চলের জন্য ভূমিকা রাখবে। এটি বাংলাদেশের প্রথম সমুদ্র বন্দর যেখানে বড় আকারের জাহাজ ভিড়তে পারবে এবং এ বন্দর থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দূরত্ব একশ কিলোমিটারের মধ্যে। আশা করা হচ্ছে, মাতারবাড়ী বন্দর হওয়ার পর এটি চট্টগ্রাম বন্দরের উপর চাপ কমাতে সহায়তা করবে। এখন জাপান চাইছে এই বন্দরের সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য সেখানে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে।

জাপানি সংবাদমাধ্যম নিক্কেই এশিয়া এক প্রতিবেদনে বলেছে, নির্মাণাধীন গভীর সমুদ্র বন্দর হবে জাপানের জন্য একটি কৌশলগত উপাদান, যা কোয়াড পার্টনার দেশ হিসেবে জাপান ও ভারতকে এ অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করবে।

কোয়াড একটি জোট যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত আছে।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোনাদিয়ার উত্তরে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ এই লোকেশনটি বন্দর নির্মাণের জন্য চীনের জন্যও আকাঙ্ক্ষিত ছিলো, যা কয়েক বছর আগে ঢাকা বাতিল করেছিল। এ বন্দরটির অর্থায়ন নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরেই কূটনৈতিক লড়াই হয়েছে পর্দার অন্তরালে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, মাতারবাড়ি বন্দর ঘিরে বৃহৎ শক্তির খেলায় ভারত জয়ী হয়েছে। একই সাথে জয় হয়েছে ভারতের অংশীদার হিসেবে জাপানের। কারণ শেষ পর্যন্ত চীনের বদলে জাপানের অর্থায়নে হচ্ছে এটি।

তবে এর ভিন্নমতও আছে। অনেকে মনে করেন, বিষয়টি তেমন নয় বরং বাংলাদেশ সরকার চীন, জাপান ও ভারতের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। তবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা যেখান থেকে পেয়েছে সেদিকেই অগ্রসর হয়েছে।

বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, নতুন শিল্পাঞ্চল নিয়ে যে প্রস্তাব এসেছে জাপানের দিক থেকে সেখানে ভূরাজনৈতিক বিষয় আছে। জাপান এখন আঞ্চলিক ও নিরাপত্তা ইস্যুতে খোলস ভেঙ্গে বাইরে এসে একটু একটু করে প্রভাব রাখতে চাইছে। চীন যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে জাপান মনে করছে তাদের খোলসের ভেতরে বসে থাকলে হবে না।

এ কারণেই বাংলাদেশসহ যেসব দেশের সাথে জাপানের ভালো সম্পর্ক আছে সেখানে আরও বেশি সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছে জাপান, বলছিলেন মি. হোসেন।

অন্যদিকে উত্তরপূর্ব ভারতে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো যে বাজার তৈরি করেছে সেটিও খুব একটা বড় নয় বলেই মনে করেন তিনি।

তাছাড়া বাংলাদেশ যেসব পণ্য রপ্তানি করে পূর্ব ভারতে জাপানিরা সেগুলো নিয়ে কাজ করে না। তারা সাধারণত হাইটেক - মধ্যম পর্যায়ে শিল্প নিয়ে কাজ করে।

উত্তর পূর্ব ভারতে বরং যতটা সুযোগ ছিলো বাংলাদেশ তা নিতে পারেনি নানা বাধার কারণে। এখন জাপান শিল্প প্রতিষ্ঠান করলে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারাও তাতে সামিল হতে পারবে। আর বাংলাদেশি পণ্যের জন্য যত বাধা সীমান্তে আরোপ করা হয় সেটি জাপানের ক্ষেত্রে হবে না, বলছিলেন মি. হোসেন।

অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আজকাল বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ প্রস্তাবের মধ্যে ভূরাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত বিষয় থাকে।

বাংলাদেশের পাশে বড় দুটি দেশ আছে, যাদের মধ্যে নানা টানাপোড়েন আছে।

এ বিষয়টি নিয়েই বাংলাদেশকে সংবেদনশীল হতে হবে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

শিল্পাঞ্চল গড়ার জাপানি প্রস্তাবটি একটি সম্ভাবনাময় প্রকল্প ধারণা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক ও যোগাযোগের চিন্তাটা সঠিক।

তবে সীমান্তের লজিস্টিকস এখন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের বড় অন্তরায়। নানা ধরণের বাধা আছে। যদিও এ শিল্পাঞ্চল শুধু ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের জন্য নয়, বরং এর আঞ্চলিক গুরুত্ব আছে বলেই মনে করেন মি. ভট্টাচার্য।

অবশ্য জাপানের প্রস্তাব নিয়ে এতোটা চিন্তার কিছু নেই বলে মনে করেন এফবিসিসিআইএর সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেন যে জাপান সাধারণত বিনিয়োগ প্রস্তাবের অন্তরালে রাজনৈতিক খেলা খুব একটা রাখে না।

ওরা কমিটেড ইনভেস্টমেন্ট পছন্দ করে।

সাধারণত ব্যবসার সাথে কূটকৌশলে তারা যায় না। আবার তারা একচেটিয়া ব্যবসাও করে না। তাই তারা শিল্পাঞ্চল করলে সেটি আদতে বাংলাদেশেরই লাভ হবে। আমরা ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হবো, বলছিলেন মি. আহমেদ।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' নামে কয়েকশ কোটি ডলারের চীনা উদ্যোগের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফ্রিকা জুড়ে অবকাঠামো প্রকল্প গড়ে তুলছে ভারত ও জাপান।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে এ মূহুর্তে তিনশরও বেশি জাপানি কোম্পানি কাজ করছে। নতুন শিল্পাঞ্চল নিয়ে জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে শিগগিরই অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চলতি মাসেই জাপান সফরের কর্মসূচি রয়েছে। সেখানে এসব বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পেতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। যদিও ঢাকায় কর্মকর্তারা এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজী হননি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেয়ারব্যাংক সেন্টার ফর চাইনিজ স্টাডিজের গবেষণা সহযোগী অনু আনোয়ার নিক্কেই এশিয়াকে বলেছেন, সোনাদিয়ায় বন্দর নির্মাণে চীনের সাথে চুক্তির পরিকল্পনা সফল হয়নি 'ভারতের বিরোধিতার কারণে'। কিন্তু চীন যা দিতে পারে সেটি দেয়ার সক্ষমতা ভারতের নেই। সে কারণে জাপানকে স্বাগত জানিয়েছে তারা। এখন এই বন্দরে বাংলাদেশের যেমন লাভ হবে তেমনি ভারতেও কম লাভ হবে না, বলছিলেন মি. আনোয়ার।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি রবিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
16:04:2023

ঢাকা নিউমার্কেটে লাগোয়া নিউ সুপার মার্কেটের ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নিউমার্কেটে লাগোয়া নিউ সুপার মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লাগার পর কয়েক ঘংটার চেষ্টায় তা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। ব্যবসায়ীরা বলেছেন আগুনে মার্কেটের ভেতরে কয়েকশ দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিস অবশ্য বলেছে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও সময় লাগবে। ফায়ার সার্ভিস বলছে ভোর ৫টা ৪০মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে দ্রুতই তাদের পাঁচটি ইউনিট সেখানে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। কিন্তু এরপর বিভিন্ন দিকে ধোঁয়া দেখা যেতে থাকে। কোনো কোনো অংশে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। বিশেষ করে মার্কেটটির যে অংশে কাপড়ের দোকানগুলো সেখানকার বিভিন্ন দিক থেকে আগুন দেখা যাচ্ছিলো। সকাল আটটা নাগাদ মার্কেটের তৃতীয় তলাতেই আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ধোঁয়ার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় তখন ফায়ার সার্ভিসের আরও কয়েকটি ইউনিটিকে ঘটনাস্থলে আনা হয়। সকাল দশটায় ফায়ার সার্ভিস থেকে জানানো হয়েছে যে তাদের মোট ত্রিশটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। পার্শ্ববতী ঢাকা কলেজের পুকুর থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি এনে অনবরত জল দেয়া হচ্ছিলো আগুন ও ধোঁয়া লক্ষ্য করে। কিন্তু এর মধ্যেও ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাড়তে দেখা গেছে।

অপেরার সংগীত আর ব্রেকডান্সের মেলবন্ধন

পোল্যান্ড ঃ অপেরার সংগীতের সঙ্গে ব্রেকডান্সের কোনো সম্পর্ক আছে কি? পোল্যান্ডের এক শিল্পীর এই দুই জগতই পছন্দ। তারকা হিসেবে তিনি তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও ক্লাসিকাল সংগীত সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তুলছেন।

ইয়াকুপ ইয়ুসেফ অর্লিনস্কি অপেরা জগতের উঠতি তারকা। পোল্যান্ডের ৩২ বছর বয়সি এই ব্যক্তি নিজের কণ্ঠের অসাধারণ 'ভোকাল রেঞ্জ' সফলভাবে রপ্ত করেছেন।

আট বছর বয়সেই তিনি ওয়ারশ শহরে বালকদের এক কয়ারে গাইতে শুরু করেন। বড় হলে তিনি যে পেশাদার কাউন্টারটেনর হয়ে উঠবেন, তখন সেই ধারণাই ছিল না। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইয়াকুপ বলেনস ''প্রথম দিকে আমি জানতামই না, যে এটাকে ফালসেটো টেকনিক, অর্থাৎ কাউন্টারটেনার ভয়েস বলা হয়। আমি শুধু গান গাইতাম, বিভিন্ন সুর অনুশীলন করতাম। তখন আমি বোঝাতাম, পরীক্ষা করতাম, গ্রুপের অন্যদের কণ্ঠের সঙ্গে সুর মেলানোর চেষ্টা করতাম। পরে আমরা এক কর্মশালায় যোগ দিতে গেলে একজন শিক্ষক আমাকে বললেন, তুমি তাহলে কাউন্টারটেনর। প্রথমে মনে হয়েছিল, তিনি আমার মনে আঘাত দিতে চাইছেন। সেটা আবার কী! তারপর সব তথ্য পেলাম।''

কিন্তু ইয়াকুপের একটা হবি বা শখও রয়েছে। সেটা হলো ব্রেকডান্স। এমনকি অপেরার সঙ্গে ট্যুরে বের হলেও তিনি প্রায় প্রতিদিন অনুশীলন করেন। কিশোর বয়সে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে পথের উপর নাচতেন। একই সঙ্গে অপেরার প্রতি ভালোবাসাও টের পাচ্ছিলেন। ইয়াকুপ বলেন, ''আমি সেটা না লুকালেও প্র্যাকটিসে যেতাম না। বাকিদের বলতাম, দেখো আমি কাউন্টারটেনর। অর্থাৎ সেটা আমার মধ্যে কোথাও একটা ছিল। প্রথমদিকে আমার যেন দুটি জীবন ছিল। একদিকে অপেরা গায়ক, কাউন্টার টেনর - অন্যদিকে ড্যান্সার, ব্রেকার। তারপর দুটি সত্তারই মিলন ঘটলো।''

একই সঙ্গে অপেরা ও ব্রেকডান্সিং-এর প্রতি ভালবাসার মধ্যে তিনি কোনো দ্বন্দ্ব দেখেন না। ইয়াকুপ ইয়ুসেফ অর্লিনস্কির মতে, ''দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আসলে কিন্তু আবার অনেক মিলও রয়েছে। আমি বেশ পরিপূর্ণ বোধ করি। কারণ গান গাইতে আমার খুব ভালো লাগে। সেটাই আমার দৈনন্দিন জীবনের পেশা। কিন্তু নাচ আমার আবেগের জায়গা, নাচতে খুবই ভালোবাসি। সংগীত, শরীরের সঞ্চালন, অ্যাক্রোব্যাটিক্স এবং মুক্তির স্বাদ। অনেকটা ধ্যানের মতো। কিছু মানুষ বসে পড়ে চোখ বন্ধ করতে ভালোবাসেন। আর আমাকে নাচতে হয়।''

বারোক যুগের অপেরার এই বিশেষজ্ঞ ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে নিজের প্রতিভা তুলে ধরে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এমনকি তরুণ দর্শকদের মধ্যেও অপেরা সংগীতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন তিনি। ইয়াকুপ বলেন, ''তরুণ প্রজন্মকে আমাদের কনসার্টে আসতে দেখে সত্যি খুব ভালো লাগে। কারণ সেটা সত্যি আনন্দের জায়গা। তাছাড়া এনার্জি ও পরিবেশ একেবারে আলাদা। বলবো না আরও ভালো, তবে ভিন্ন ধরনের।''

এখনো পর্যন্ত অর্লিনস্কির সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে শর্টস আর স্নিকার পরে। ২০১৭ সালে ফ্রান্সের দক্ষিণে এক্স অঁ প্রোভঁসে এক সংগীত উৎসবে তাঁর পারফর্মেন্সের ভিডিও ইন্টারনেটে এক কোটিরও বেশি ভিউ পেয়েছে। ইয়াকুপ বলেন, ''আমার মতে, সেটা একটা স্তরে ক্লাসিকাল জগতের আড়ষ্টতা ভেঙেছে। কারণ আমরা সুন্দর এক প্রাঙ্গণে ছিলাম। বাইরের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির মতো ছিল। সবাই গরমে কাহিল হয়ে পড়ছিল। ফ্রান্সের দক্ষিণে যেমনটা হয়, আমরা সবাই হালকা সুন্দর পোশাক পরে ছিলাম।''

২০২৩ সালের প্রথমার্ধে ব্যস্ত এই অপেরা তারকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল ও জার্মানিতে সংগীত পরিবেশন করছেন। তবে তা সত্ত্বেও ব্রেক ডান্সিং-এর জন্যও কিছু সময় পাবেন বলে তিনি নিশ্চিত।

লাখ লাখ বছরের পুরনো ভাইরাস ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক - বলছেন বিজ্ঞানীরা

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ লাখ লাখ বছর ধরে মানবদেহের ডিএনএ'র ভেতরে লুকিয়ে আছে এমন একটি প্রাচীন ভাইরাসের ধ্বংসাবশেষ, যেটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শরীরকে সাহায্য করে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ফ্রান্সিক ক্রিক ইন্সটিটিউটের এক গবেষণায় বলা হয়েছে শরীরে ক্যান্সার কোষগুলো যখন ছড়িয়ে পড়ছে তখন পুরনো এই ভাইরাসের সুপ্ত থাকা অবশিষ্টাংশ জেগে উঠছে।

এটা অবচেতনেই টিউমারকে টার্গেট বানিয়ে আক্রমণ করতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

গবেষক দল তাদের এই উদ্ভাবনকে এখন ক্যান্সার চিকিৎসা বা প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন তৈরির কাজে লাগাতে চান।

গবেষণায় তারা দেখেছেন যে ফুসফুস ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠা এবং রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার একটি অংশ যাকে বি সেল বলা হয় ও এটি টিউমারকে ঘিরে গুচ্ছ আকারে থাকে -এর মধ্যে যোগসূত্র আছে।

বি সেল শরীরের একটি অংশ যা এন্টিবডি তৈরি নিয়ন্ত্রণ কমে যায়।

প্রাচীন জেনেটিক নির্দেশনাগুলো আর নতুন করে ভাইরাসের পুনরুত্থান ঘটাতে পারে না কিন্তু ভাইরাসকে খণ্ড খণ্ড করতে পারে। আর সেটাই শরীরের ভেতরে ভাইরাল থ্রেটকে বা রোগের হুমকিকে চিহ্নিত করতে রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট।

রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়াটি একটি কৌশল যা বিশ্বাস করে যে টিউমার কোষ গুলো আক্রান্ত হয়েছে এবং এটা চেষ্টা করে ভাইরাসকে দূর করতে। সুতরাং এটা হলো একটা সতর্কীকরণ প্রক্রিয়া, বলছিলেন প্রফেসর জর্জ ক্যাসিওটিস। তিনি বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের রেট্রোভাইরাল ইমিওনলিজির প্রধান।

অ্যান্টিবডি গুলো রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার অন্য অংশগুলো ডেকে তোলে আক্রান্ত কোষকে মেরে ফেলার জন্য। আর রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া ভাইরাসটিকে ঠেকাতে চেষ্টা করে কিন্তু এই গবেষণায় দেখা গেছে ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলোকে বের করে দিয়েছে।

প্রফেসর জর্জ ক্যাসিওটিস বলছেন

করে। এটি বিশেষভাবে পরিচিত কোভিডের মতো ইনফেকশনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভূমিকার জন্য।

এরা ফুসফুস ক্যান্সারে কী করে সেটি রহস্য। কিন্তু মানুষ ও প্রাণীর স্যাম্পল নিয়ে অনেকগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা এখনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদগ্রীব।

অ্যান্টিবডি যেসব ভাইরাসকে শনাক্ত করছে সেগুলোর মাত্রা হ্রাস করতে সহায়তা করছে সুপ্ত থাকা রেট্রোভাইরাস, ফ্রান্সিস ক্রিক ইন্সটিটিউটের এসোসিয়েট রিসার্চ ডিরেক্টর প্রফেসর জুলিয়ান ডাউনওয়ার্ড বলছিলেন।

রেট্রোভাইরাসের তাদের ভেতরেই তাদের নিজস্ব জেনেটিক নির্দেশনার কপি রেখে দেয়ার এক ধরণের কৌশল আছে।

এর ৮ শতাংশের বেশি যাকে আমরা হিউম্যান ডিএনএ মনে করি, সেটি আসলে এ ধরণের ভাইরাসের উৎস

কিছু রেট্রোভাইরাস কোটি বছর আগে জেনেটিক কোডের ফিক্সচারে পরিণত হয়েছিলো এবং আমাদের বিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো ধারণ করেছে

সময়ের আবর্তে বাইরের নির্দেশনাগুলো কোঅপ্ট হয়েছে এবং শরীরের কোষের মধ্যে কাজ করেছে। কিন্তু অন্যগুলো সেটি ছড়াতে শক্তভাবে বাধা দিয়েছে।

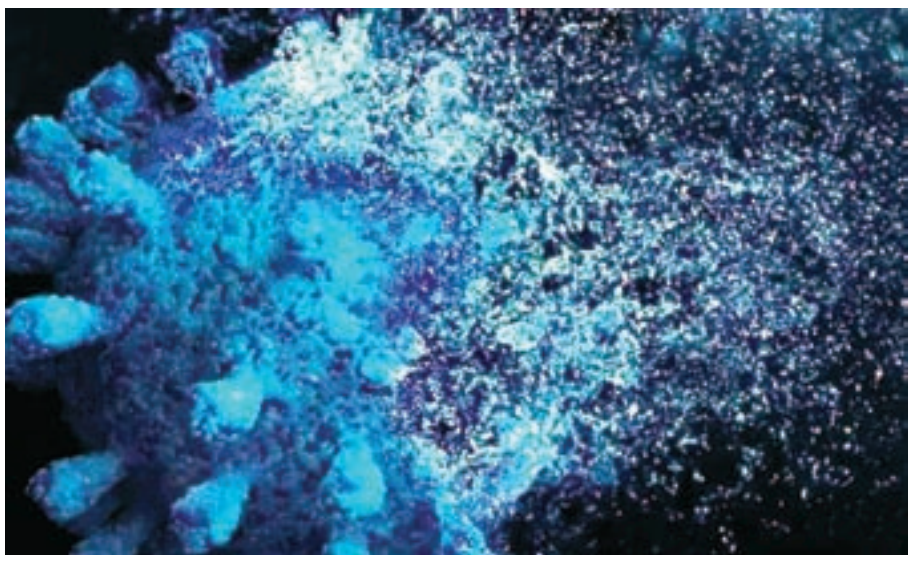

তবে ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলোর মধ্যে তখন গণ্ডগোল লেগে যায় যখন এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর যখন প্রাচীন ভাইরাসগুলোর রেট্রোভাইরাসের ভূমিকার এমন পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ । কারণ একটা সময় হয়তো এই ভাইরাসই ক্যান্সারের জন্য দায়ী ছিলো কিন্তু সেটিই এখন ক্যান্সার থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে।

'ন্যাচার' জার্নালে এই গবেষণা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে কিভাবে শরীরে এটা স্বাভাবিকভাবে ঘটে।

কিন্তু গবেষকরা এটাকে আরও এগিয়ে নিতে চান ভ্যাকসিন তৈরির মাধ্যমে।

এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে হয়তো চিকিৎসার জন্যই ভ্যাকসিন নয় বরং আগেই প্রতিরোধের জন্যও ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারবো, বলছিলেন প্রফেসর ক্যাসিওটিস।

আশা করা হচ্ছে এটি গবেষকদের ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন সেগুলোতেও সহায়তা করবে।

যুক্তরাজ্যের ক্যান্সার গবেষক ডঃ ক্লেয়ার ব্রমলে বলছেন, আমাদের সবার জিনের মধ্যে প্রাচীন ভাইরাসের ডিএনএ আছে যা পূর্বতনদের কাছ থেকে এসেছে এবং এই চমৎকার গবেষণায় সেটিই উঠে এসেছে যে কীভাবে রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া সেটিকে চিহ্নিত করে এবং ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

তিনি বলেন ভ্যাকসিনের জন্য হয়তো আরও গবেষণার প্রয়োজন কিন্তু এই গবেষণা শরীর ভিত্তিক গবেষণা এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে যার মাধ্যমে হয়তো একদিন ক্যান্সার চিকিৎসা বাস্তবতায় পরিণত হবে।

টেক্সাসের একটি খামারে বিস্ফোরণে মারা গেছে ১৮ হাজার গরু

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি দুধের খামারে বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রায় ১৮ হাজার গরু মারা গেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এ সপ্তাহের আরো আগের দিকে ডিমিট শহরের কাছে সাউথ ফর্ক ডেইরিতে এই বিস্ফোরণে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। কর্তৃপক্ষ মনে করছে খামারে যেসব যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো থেকে মিথেন গ্যাসে আগুন ধরে গেলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত খামারে বেশ কিছু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় ৩০ লাখ পশুপাখি নিহত হয়েছে।

ক্যাস্ট্রো কাউন্টি শেরিফের অফিস থেকে বলা হয়েছে যে তারা সোমবার স্থানীয় সময় সাড়ে সাতটার দিকে দুধের খামারে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পান।

শেরিফের অফিস থেকে যেসব ছবি পোস্ট করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে নিচ থেকে আগুনের বিশাল আকারের কালো ধোঁয়া কুন্ডলি পাঁকিয়ে উপরের দিকে উঠছে।

পুলিশ এবং জরুরি বিভাগের সদস্যরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছান, তারা দেখতে পান যে ভেতরে এক ব্যক্তি আটকা পড়ে আছেন। পরে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই অগ্নিকাণ্ডে আসলেই কতো গরু প্রাণ হারিয়েছে তা পরিষ্কার না হলেও শেরিফের অফিস থেকে বিবিসিকে জানানো হয়েছে যে এই ঘটনায় আনুমানিক ১৮,০০০ গরু মারা গেছে।

স্থানীয় একটি সংবাদ মাধ্যম কেএফডিএ

বলছে, শেরিফ স্যাল রিভেরা বলেছেন খামারের যে জায়গায় গরুগুলো রাখা হয়েছিল সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়লে বেশিরভাগ গরু মারা যায়।

দুধ দোহন করার আগে গরুগুলোকে এই স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিছু গরু বেঁচে গেছে, শেরিফকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, কিছু গরু আহত হয়েছে। এবং এসব গরু এমনভাবে পুড়ে গেছে যে সেগুলোকে মেরে ফেলতে হবে।

কেএফডিএকে মি. রিভেরা বলেছেন, তদন্তকারীরা ধারণা করছেন যে হানি ব্যাজার নামের একটি যন্ত্র থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। এই মেশিনের সাহায্যে গোবর থেকে পানি বের করে ফেলা হয়।

সম্ভবত এটি অতিরিক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল। সেকারণে খামারে জমা হওয়া মিথেন গ্যাস জ্বলে ওঠে এবং পরে সেটা আরো ছড়িয়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটেছে, বলেন তিনি।

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রাণী কল্যাণ ইন্সটিটিউট বিবিসিকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেছে যদি ১৮,০০০ গরু মারা যাওয়ার খবরটি সত্য হয় তাহলে এটাই হবে ২০১৩ সালের পর, যে বছর থেকে সংস্থাটি গবাদি পশু সংক্রান্ত খবর রেকর্ড করে রাখতে শুরু করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো খামারে সবচেয়ে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।

আমরা আশা করি গবাদি পশু শিল্প এই বিষয়টির ওপর আরো বেশি নজর দেবে এবং খামারগুলো যাতে অগ্নিনির্বাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় সে বিষয়েও আমরা জোর দিচ্ছি, বলেন প্রাণী কল্যাণ ইন্সটিটিউটের এলি গ্র্যাঞ্জার।

জীবন্ত পুড়ে যাওয়ার মতো কিছু কল্পনা করাও কঠিন, বলেন তিনি।

প্রাণী কল্যাণ ইন্সটিটিউটের হিসেবে ২০১৩ সালের পর খামারে আগুন লেগে ৬৫ লাখ পশুপাখি মারা গেছে, যার মধ্যে ৬০ লাখেরও বেশি মুরগি এবং ৭,৩০০ গরু। যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লাখ খামার প্রাণী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মারা গেছে বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে জানা যায়।